যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমরা সেই জন্যই এই সুরম্য সময়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সাধু সজ্জনসমাজে প্রবেশ করাতেই হৃদয় এখন ব্রহ্ম লাভের জন্য অস্থির হইতেছে। আমারদের দোষ গ্লানি—পাপ মলিনতা সকলই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, অতএব এস সকলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, গতি-মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

হে দেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি দুঃখ তাপে অবসন্ন হইয়া সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, আমি পাপ প্রলোভনে অন্ধ হইয়া পথ-হারা পথিকের ন্যায় বিপথেই চালিত হইতেছি, তোমাকে ভুলিয়া এই প্রবাস-সুখে প্রমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তুমি তোমার প্রসন্ন মুখের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ কর যে গম্য পথ দেখিতে পাই। তুমি অভয় দান কর যে, ভগ্ন নিরাশ হৃদয়ে আশা-রশ্মির সঞ্চার হউক, এই প্রাণ-শূন্য হৃদয়ে জীবন জ্যোতির আবির্ভাব হউক; দুঃখ-রজনীর অবসান হউক যে তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। তোমাকে আর কি বলিব—তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই যাচ্ঞা করি যে, হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। তুমি আমাকে তোমার সেই দিব্য-ধামে লইয়া চল, যেখানে অবিচ্ছেদে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, যেখানে অনিমিষলোচনে তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

## জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সকল ধর্ম্মমূলক তত্ত্বের অগ্রভাগে নিহিত আছে, এই বিশ্বাসকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। অতীব অসভ্য জাতি মধ্যেও কোন না কোন প্রকারে এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। পুরাবৃত্ত আলোচনায় আমরা অতি প্রাচীন জাতি মধ্যেও এই বিশ্বাসের নিদর্শন প্রাপ্ত হই[১]। পৃথিবীতে এখন যত প্রকার ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও পারসীগণের ধর্ম্ম, আর আর সকল ধর্ম্ম-প্রণালীর মূলাধার। ইহাদিগেরই শাখা প্রশাখা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ছয় প্রকার ধর্ম্ম মধ্যে ইহুদী, পারসী এবং হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; পারসী ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে অতি অল্প। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্মের দুই প্রধান শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের এক মহত্তর শাখা মাত্র। হিন্দু-বৈদিক ও ইহুদীদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় স্পষ্টই দেখা যায় কিন্তু তথাচ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়। মুসা বারম্বার পৌত্তলিকতার নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন; ইহুদীর ধর্ম্ম-যাজকেরা বারম্বার পৌত্তলিকতার উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তথাচ ইহুদীগণ-মধ্যে বারম্বার পৌত্তলিকতার প্রভাব দৃষ্টি-গোচর হয়। পুরাতন ভারতবর্ষীয় মুনিগণ যদিও সাধারণ মধ্যে পৌত্তলিকতা নিবারণ জন্য কোন কালে উৎসাহী হইয়াছিলেন, এরূপ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহারা যে একেশ্বরবাদী ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংস্কৃত শাস্ত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতএব এই দুই ধর্ম্মের ধর্ম্ম-

---

১ Rawlinson's Ancient Monarchies, Vol 2nd. Page 228 Chapter VIII. Max Muller's chips. from a German Workshop Semitic Monotheism.

যাজকেরা কি নিমিত্ত পৌত্তলিকতা নিবারণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব কালে গ্রীস, রোম ও ইজিপ্ট দেশে পৌত্তলিকতার প্রভাবই সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন কালে কি জন্য যে এই রূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ রূপ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, প্রাচীন কালের লোকেরা আপনাদের জ্ঞানান্ধ আত্মাতে নিরাকার জগদীশ্বরের ভাবের ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হইত না। যদিও মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা নিরাকার পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা জন্য উপদেশ দিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান বিষয়ক মহা সত্য সকল জ্বলন্ত অক্ষরে বিকীর্ণ করিয়া, মনুষ্যগণের নিকট তাহার প্রভা প্রতিভাত করিয়াছিলেন; তথাপি তাহা কোন রূপেই তাহাদিগকে চিরকালের জন্য অধিকার করিতে পারে নাই। বাস্তবিক পুরাবৃত্তের অন্ধতম প্রদেশ সকল যতই অন্বেষণ করা যায়, ততই জড় বস্তুতে ঐশী শক্তির বিশ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়[২]। এবং এই রূপই যে হইবে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেন না, নিরাকার পরমেশ্বরের চিন্তা, তাঁহার উপাসনা, যদিও ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, তথাপি জ্ঞান-যোগ ভিন্ন ইহা মনে ধারণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার। জড় বস্তুকে ধ্যান করা, জড় বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া মানসিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা এত সহজ ব্যাপার, যে অসভ্য জাতিরা প্রথমেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। প্রস্তরের কাঠিন্য, বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়া, পর্ব্বতসমূহের উন্নত শিখর, নদী-প্রবাহের ভয়ানক তরঙ্গ দেখিয়া প্রথমেই ইহাদিগকে—এই জড়বস্তুদিগকে মনুষ্য হইতে সমধিক প্রতাপশালী মনে হইয়া উপাস্য বোধ হয়। আবার মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রস্তরকে স্বাভাবিক নিয়মে আকাশ হইতে পতিত হইতে দেখে, তাহাকে যে ঐশী শক্তি বিশিষ্ট বলিবে ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন ঐ সকল জড় বস্তুতে আপনাদের প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করে, এবং সেই সকল প্রতিকৃতিতে অমানুষ শক্তি কিম্বা অমানুষ গুণ যোগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐশী শক্তি কিম্বা ঐশী গুণ যুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পৌত্তলিকতার এই টুকু প্রমার্জ্জনও জ্ঞানের কার্য্য[৩]। জ্ঞান দ্বারা জড় প্রকৃতির উপর যত টুকু প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, মনুষ্য ততই জড় বস্তুর প্রতি ভক্তি করিতে বিরত হয়। পুরাতন কালের সমুদায় জাতির মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব অতি অল্প ছিল; এই জন্যই পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়। ইহুদী জাতির ধর্ম্ম-যাজকগণ দ্বারা পৌত্তলিকতার বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও উহা মধ্যে মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল[৪]; কিন্তু ঐ রূপ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই রূপ দেখা যায় যে, তাঁহারদিগের মনে ঈশ্বরের ভাব পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা কিছু উন্নত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও সাকার-স্বরূপ কল্পনা করিতেন। জগদীশ্বরের নিকট হইতে মূসার ধর্ম্ম-নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া, পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া ঈশ্বরের বারম্বার

২ Page 208. Lecki's Rise and Influence of Rationalism in Europe. V L 1st.

৩ Page 213. Rise of Leckie's influence of Rationalism in Europe.

8 Max Muller's chips from a German Workshop Page 365.

Leckie's Rise and Influence of Rationalism in Europe Page 215. Thus it was that the doctrine of one God taught to the Hebrews of old, remained for many centuries altogether inoperative. Buckle's History of Civilization.

ক্রোধ ও তজ্জন্য নগর সকল উচ্ছিন্ন করা, পাপী নৃপতির সম্মুখে ঈশ্বর-প্রেরিত জ্বলন্ত অক্ষর সকল বাস্তবিক প্রতিভাত হওয়া, এই সকল পাঠ করিলে তাহাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান, মঙ্গল-স্বরূপের জ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়[৫]। তথাচ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা মনুষ্য মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা যে কিছু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইহুদি জাতি মধ্যে যে ঐ রূপ উপাসনা বহুদিবসাবধি প্রচলিত ছিল, তাহার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা মিশর দেশ পরিত্যাগ করিয়া যখন পালেষ্টাইন দেশে আসিয়া বাস করিলেন, তখন চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য জাতি এই জাতিকে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিল এবং ইহুদিদিগের ধর্ম্মযাজকেরা ঐ সময়ে এক ঈশ্বরের উপাসনা স্বদেশ-প্রেমের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া উহাকে নূতন বল প্রদান করিয়াছিল। ইহুদী জাতীয় ধর্ম্মযাজকেরা এক দিকে নিরাকার মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনাকে, সাকার ভাবে প্রতিভাত করিলেন এবং আর এক দিকে আপনাদের ঐ ধর্ম্মকেই স্বজাতির অস্তিত্বের সহিত মিলন করিয়া দিলেন; এই রূপে তাঁহারা ইহুদী ধর্ম্মকে কোন রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ রূপ সুবিধা সত্ত্বেও ইহুদি জাতিরা মধ্যে মধ্যে পৌত্তলিকতার বশবর্ত্তী হইতেন।

পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন এমন মহাপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম-যাজনা দ্বারা মনুষ্য জাতির মহৎ উপকার সাধিত হয়। তাঁহারা যে সকল জ্বলন্ত অক্ষর দ্বারা আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাঁহারা ভবিষ্যৎকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই যেন ধর্ম্মযাজনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তন্মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্ম-বলে বলী হইয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে চরিতার্থ হইয়া, ধর্ম্মযাজনায় প্রবৃত্ত হওত ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও কীর্ত্তি এবং নাম প্রচারে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত সীমা উল্লঙ্ঘন করত কেহ বা ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র, কেহ বা ঈশ্বর-প্রেরিত এক মাত্র গুরু, এই বলিয়া আপনাদের উপাসনাও মনুষ্য মধ্যে প্রচলিত করিতে যত্নশীল হয়েন। জগদীশ্বরের ধর্ম্ম যাজনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা ঘৃণিত লজ্জাকর ও অধার্ম্মিক ব্যবহার আর কিছুই নাই। ইসা ও মহম্মদ ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত-স্থল। ইসা ইহুদী জাতি মধ্যে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ধর্ম্ম-যাজনায় স্বীয় প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইসার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব ইহুদী জাতীয় অন্যান্য ধর্ম্ম-যাজকগণ অপেক্ষা বোধ হয় উন্নততর ছিল এবং এই জন্যই তাঁহাকে ভয়ানক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু কালের গুণে তিনিও আপনার ধর্ম্মে একটি ভয়ানক কলঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি যে ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় সন্তান ও মনুষ্যের উপাস্য এই বিষয়ের নিষেধ কিম্বা সম্মতি কিছুই প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত, যদ্যপি বাইবলের নিউটেষ্টমেণ্টের সকল স্থানে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইঙ্গিতে তাঁহার সম্মতিই প্রকাশ পায়[৬]। যাহা হউক মহাত্মা ইসার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ

৫ Bible Old Testament.

৬ Newman's Phases of Faith, Chapter 7th Moral Perfection *of* Jesus.

সেণ্ট পল ইসার ধর্ম্ম ইহুদী মধ্যে নিবেশিত না রাখিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ইসাকে কুমারী মেরীর গর্ভজাত ও নিরাকার জগদীশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান বলিয়া তাহাকে মধ্যস্থ করত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। পৌত্তলিকতা আর এক উন্নত সোপানে পদ নিক্ষেপ করিল। এই ঘটনায় সেণ্ট পলের অনেক কর্ত্তৃত্বই প্রকাশ পায়। সেণ্ট পলের জীবন-চরিত দেখিলে বোধ হয় যে তিনি গ্রীক-জ্ঞানে জ্ঞানবান ছিলেন ও এই রূপ ঘটনার সূত্রপাতে প্রবৃত্ত হওয়া বোধ হয় তাহারই ফল। গ্রীক জাতি পৌত্তলিক হইয়াও জ্ঞান-প্রভাবে ক্রমে পৌত্তলিকতাকে যে রূপ প্রমার্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পুরাবৃত্ত-পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। রোম সাম্রাজ্য ইউরোপের বহু স্থান জয় করিয়া গ্রীক্ জ্ঞান দ্বারা শোভিত হয়েন; তাহাদের জয়ের সঙ্গে গ্রীক-ভাষা পৃথিবী মধ্যে প্রচলিত হইয়া, গ্রীক্ জাতীয় মহা পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক সকল ইহুদী ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বাইবলের নিউটেষ্টমেণ্ট গ্রীক্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং এই রূপ রচনা-প্রণালীই গ্রীক-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাবের স্বল্প চিহ্ন মাত্র।

মনুষ্য জাতির যে রূপ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে এই ঘটনার উৎপত্তি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গ্রীক-জাতীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জড় প্রকৃতির নিয়ম সকল আলোচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞানের ঊর্দ্ধতম পরিসীমা—এই দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাও গ্রীক্ জাতি মধ্যে বাহুল্য রূপে বিস্তৃত ছিল। গ্রীক-পণ্ডিতগণ অনেকেই নিরাকার জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের দুর্জ্জ্ঞেয় বলিয়া সাধারণের নিকট ঐ সকল সত্যের উপদেশ প্রদানে বিরত ছিলেন. এবং ঐ রূপ উপদেশ দিলেও যে তাহা ফলবান্ হইত এরূপ বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ক্রমে ইউরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু তৎকালে রোমীয় সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া দুরন্ত অসভ্য জাতির হস্তে নিপতিত হওয়াতে জ্ঞানের চর্চ্চা রহিত হইয়াছিল, সুতরাং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার ঘোর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ইসা ও পরে তাঁহার জননী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি সকল পূজিত হইতে লাগিল। হায়! কোন কোন ছবিতে ঈশ্বরের হস্ত সকলও চিত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু সৌভাগ্যশালী ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানের স্রোত আবার প্রবাহিত হইল, মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইল, গেলিলিও ও কোপর্নিকস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব সকল নির্ণয় করিতে লাগিলেন. জ্ঞান-প্রভা উদ্দীপিত হইল, মহাত্মা লুথর ধর্ম্ম-যাজনায় প্রবৃত্ত হইলেন. প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রপট সকল কারুকরের ও চিত্রকরের নিপুণতার চিহ্ন মাত্র হইল. নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হইল; কিন্তু ইসা যে ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান ছিলেন এবং তিনি যে দয়া করিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির পরিত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল না। এই রূপ পৌত্তলিকতা নিরাকরণ জন্য জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল; ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য বাইবলের অক্ষর সকলের নানার্থ ঘটাইতে লাগিলেন. এ দিকে ভূতত্ত্ব বিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা মহা সত্য সকল নির্ণয় করিয়া বাইবল লিখিত

ঘটনা সকলকে অপ্রাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাইবল পরিত্যাগ করত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইসার প্রকৃত চরিত্র ঐশী ভাব-পূর্ণ বলিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইসারই চরিত্র ধর্ম্ম-ভাবের এক সীমা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু ইউরোপে ইহাও রক্ষা করা তাঁহাদের কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই রূপ তর্কের এক সুবিধা এই যে জ্ঞান-বলে আমরা যতই উন্নত হই, এবং ধর্ম্ম-বলে আমরা যতই বলীয়ান হইয়া আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব উন্নত করি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা তাঁহাদের আদর্শ ইসাকে তাহারই চূড়ান্ত আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সাহস এই যে ঈশ্বরের প্রকৃত পরম মঙ্গল-স্বরূপ যতই মনুষ্য মনে জাগরূক হইবে ততই মনুষ্য-আদর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর হইবে। জ্ঞান-মূলক মহাসত্য সকল জগদীশ্বরের মঙ্গল ভাবেরই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত আছে।

হিন্দুধর্ম্ম যে কি, ইহা নির্দ্দেশ করা অতি সুকঠিন। হিন্দুধর্ম্ম অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত: কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র আছে যাহা অবলম্বন করিলে এই সকল গ্রন্থিকে ভেদ করা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলই বেদকে সনাতন ও ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাকে এক প্রকার বৈদিক ধর্ম্ম বলিলেও বলা যায়। সমুদায় বেদ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণের অপেক্ষা উন্নত-তর ছিলেন। বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ যে বৈদিক ঋষিগণের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই রূপ মানসিক ভাবই তাহার একটী প্রমাণ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণ বোধ হয় অনেকেই ইন্দ্র-অগ্নি প্রভৃতির উপাসক ছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা বাহুল্য মাত্র এবং তাঁহারা যে পৌত্তলিক হইবেন তাহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেন না তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে অন্যান্য প্রাচীন জাতিগণের মানসিক অবস্থা হইতে উন্নততর তাহাও বোধ হয় না। কিন্তু বেদান্তের আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; কেন না বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ অত্যল্পকাল মধ্যে আলোচনার বলে জ্ঞান-বলে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা এই ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে ইহুদীগণের ন্যায় আর সাকার ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন না; প্রত্যুত গ্রীক পণ্ডিতগণের ন্যায় সেই জ্ঞান সাধারণের পক্ষে অতি দুজ্ঞের্য় বলিয়াই তন্মধ্যে প্রচলিত করিতে সযত্ন হয়েন নাই। হিন্দু জাতির চতুষ্পার্শ্বের ভাবও এই ঘটনার সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। হিমালয় এবং ভারতবর্ষের সীমান্বিত সমুদ্র সকল ইহাকে যেন আততায়িক সংগ্রামশালী জাতির পক্ষে অতি ভয়ানক দুর্গ-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল সুতরাং স্বদেশ-প্রেম ব্রাহ্মণগণের এক প্রকার অননুভূত পদার্থ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম [৭] বেদ সনাতন নয় এই

[৭] Such was the state of the Hindu mind when Buddhism arose or rather, such was the state of the Hindu mind which gave rise to Buddhism. Buddha himself, went through the school of Brahmans. He performed their penances, he studied their philosophy, he at last claimed the name of the Buddha, or the enlightened, when he threw away, the whole ceremonial with it's sacrifices, superstitions, penances, and caste's as worthless, and changed the complicated system of philosophy into a short doctrine of salvation. This doctrine of salvation has been called pure Atheism and nihilism, and it no doubt was liable to

প্রমাণ করিতে প্রথমে ব্রতী হয়। বৌদ্ধেরা ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি আঘাত করিল। ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়া ধর্ম্ম-মূলক সত্যের কতক গুলি সত্য সাধারণ মধ্যে প্রচলিত করিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণের বিদ্রোহাচরণে বৌদ্ধেরা ভয়ানক সংকটে পতিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে না দেওয়ায় তাহা পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ জাতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য অসভ্য জাতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াও আপনাদের প্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিয়া, তাহাদের জ্ঞান-দ্বার প্রায় রুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি জ্ঞানোপার্জ্জনে এত দূর ব্রতী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা অত্যল্প কাল মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান সকল লাভ করিয়া উন্নততম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সাধারণের জ্ঞান-দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে যে পৌলিকতার প্রভাব তাহাই রহিল। সাধারণে এই রূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব ও জ্ঞান প্রভাবে মুনিগণের একেশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই জ্ঞানমূলক সত্যেরই উপকারিত্বের প্রমাণ স্থল। এই রূপে ভারতবর্ষে এক অনন্যসাধারণ অদ্ভুত ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হইল। এক দিকে উন্নততম ঈশ্বর-জ্ঞান, আর দিকে ঘোর পৌত্তলিকতা। এক দিকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই মহা সত্যের প্রতি বিশ্বাস, আর এক দিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও তাহাদের প্রত্যেকের ভূরি ভূরি অবতারের প্রাদুর্ভাব ও তাহাদের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা। সাধারণের এই বিশ্বাস যে জ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা ক্রমে প্রমার্জ্জিত হইবে তাহারও দ্বার ব্রাহ্মণ জাতি দ্বারা রুদ্ধ ছিল।

ইসার পর মহম্মদ। তিনি আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী আপনার জাতিকে প্রথমে ঈশ্বরের পথে আনয়ন করেন। মহম্মদের জীবন-চরিত্র ও তাঁহার প্রণীত কোরাণ পাঠ করিলে তিনি ইহুদীদিগের ও ইসার ধর্ম্ম পুস্তক হইতে যে অনেক সাহায্য লইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে মহাত্মা মহম্মদ ইসার ন্যায় ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর পৌত্তলিক বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এক বারও ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান বলিয়া আপনাকে কীর্ত্তিত করেন নাই এবং পৌত্তলিকতার নিষেধ এত স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছিলেন যে মানব-নির্ণীত সমুদায় ধর্ম্মমধ্যে তাঁহার ধর্ম্মকেই এক প্রকার অপৌত্তলিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোরাণকে

---

both charges in it's metaphysical character, and in that form in which we chiefly know it. It was Atheistic, not because it denied the existence of such Gods as Indra and Brahma. Buddha did not even condescend to deny their existence. But it was called Atheistic, like the *Sankhya* Philosophy, which admitted but one subjective self, and considered creation as an illusion of that self imaging itself for a while in the Mirror of Nature. As there was no reality in creation, there could be no real creator.

All that seemed to exist was the result of ignorance, to remove that ignorance was to remove the cause of all that seemed to exist. How a religion which sought the anihilation of all existence, of all thought, of all individuality and personality, as the highest object of all endeavours could have laid hold of the minds of millions of human beings, and how at the same time, by enforcing the duties of morality, justice, kindness, and self-sacrifices, it could have exercised a decided beneficial influence, not only on the Natives of India, but on the lowest barbarians of Central Asia, is a riddle which no one has been able to solve. We must distinguish, it seems, between Buddhism as a religion and Buddhism as a Philosophy. The former addressed itself to millions, the latter to a few isolated thinkers. *Max Muller on Buddhist Pilgrims.*

ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া তিনি আর এক প্রকার পৌত্তলিকতার সংস্থাপন করেন এবং আপনাকে যদিও ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র বলেন নাই, তথাপি ঈশ্বর-প্রেরিত এক মাত্র গুরু এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন, পৌত্তলিকতার এই আর এক সোপান।

প্রথমে প্রস্তর বৃক্ষাদির পূজা বোধ হয় পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ছিল। পরে মেঘ বিদ্যুৎ বায়ু উষা অরুণ অগ্নি সূর্য্য ও নদ-নদীস্থ দেবতাগণের উপাসনা, পরে ইসার উপাসনা এবং তৎপরে মহম্মদের গুরু অবতার এই রূপে পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতার প্রমার্জ্জনা দেখা যাইতেছে। পৃথিবী মধ্যে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতার প্রমার্জ্জন দেখা যায়। গ্রীক এবং হিন্দু জাতিকেই পুরাকালে এই জ্ঞান বৃদ্ধির কর্ত্তা বলিতে হইবে। গ্রীক জ্ঞান দ্বারা ইহুদী জাতি মধ্য হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম পৃথিবীতে বিকীর্ণ হয় ও ভারতবর্ষে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার ধর্ম্ম আসিয়াতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

মহম্মদ যে অগ্নি আরব দেশে নিক্ষেপ করেন সেই অগ্নি ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া, পারস্য দেশ হইতে পারসী-ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। পারসী-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আশ্রয় লইল এবং ভারতবর্ষও মুসলমানগণের অধীন হইল। যখন মহম্মদের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, ব্রাহ্মণগণ তখন আপনাদের ধর্ম্ম স্বদেশ-প্রেমের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন এবং পৌত্তলিকতাকে আশ্রয় দিয়া হিন্দু জাতিকে মুসলমানগণ হইতে পৃথক রাখিতে সচেষ্ট হইলেন।

এই রূপে মানব-নির্ণীত ধর্ম্ম প্রণালীরও ক্রমশঃ প্রমার্জ্জন দেখা যাইতেছে। অতীব অসভ্য জাতির পৌত্তলিকতা ক্রমে সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের প্রভাবে হইতেছে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। যত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকৃত হইয়াছে ততই ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলের উদ্দীপনও জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে; সাহায্য আবশ্যক, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক সত্য যদি একেবারে না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল অকর্ম্মণ্য হইত এবং জ্ঞান-মূলক সত্য না থাকিলেও ধর্ম্ম-মূলক সত্যের উদ্দীপনের ব্যাঘাত জন্মিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম এই উভয় বিষয়ের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। আমাদের ভারতবর্ষ মুসলমান দ্বারা অধিকৃত হইলে, ভারতবর্ষীয়েরা যদ্যপি প্রগাঢ় মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়াছিল, তথাচ আকবর প্রভৃতি মুসলমান্ নরপতিগণের গুণে ক্রমে মুসলমান শাস্ত্রও হিন্দুদিগের দ্বারা আলোচিত হওয়াতে ঈশ্বর-জ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। যদিও হিন্দু-জাতি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নাই, তথাচ কবীর দাদু চৈতন্য ও নানকের শিক্ষা ও উপদেশ সকল পাঠ করিলে বোধ হয় যে মুসলমানগণের শাস্ত্র সকল তাহাদের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ নানকের ধর্ম্ম-প্রণালী যে কত দূর পরিশুদ্ধ তাহা এখানে বলা বাহুল্য। কিন্তু নানকের যে রূপ মতই থাকুক না কেন, শিখ্ জাতি মধ্যে আর এক রূপ পৌত্তলিকতা ক্রমে প্রচারিত হইল। তাঁহারা আদি গ্রন্থকে ক্রমে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে ভারতবর্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসী ও মুসলমান এই চারি ধর্ম্মেরই আবাস স্থান হইয়াছিল। পোর্ত্তুগিস জাতি পৌত্তলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মও এখানে প্রচার করিলেন। পরে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ও খৃষ্টীয় মিসনরিরা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার কামনায় ইউরোপীয়

বিদ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এখানে নিঃশঙ্কিত চিত্তে বলিতে পারি যে, যদ্যপি পুরাতন মুনি ঋষিগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র ও উপনিষদ সকল পৃথিবীতে প্রচারিত না থাকিত, যদ্যপি মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল হিন্দু জাতির ভদ্র-সমাজ মধ্যে প্রচলিত না থাকিত, যদ্যপি ইংলণ্ডীয় বিদ্যার ও ইউরোপীয় জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক সকল বঙ্গদেশীয় লোকগণের আত্মাকে আকর্ষণ না করিত, তাহা হইলে এক্ষণকার প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মও এত দিন এখানে জন্ম গ্রহণ করিত না। মহাত্মা রামমোহন রায় আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে সংস্কৃত ভাষায় আমাদের প্রচীন উপনিষদ সকল পাঠ করিয়া আরব ভাষায় মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পারস্য ভাষায় পারসীদিগের ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া, হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় ইহুদীর ও ঈসার ধর্ম্ম পুস্তক সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ও তিব্বত প্রদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, উপরোক্ত সমস্ত মানব-ধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতিরোধী ও উপরোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আচরণের আদর স্থান। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানের ও ধর্ম্মের শেষ সীমা। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল যতই মহাসত্য সকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট ততই তাঁহারা প্রশংসনীয়। ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল যতই উদ্দীপিত হইবে ততই মনুষ্যগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয় এই ধর্ম্মে তাহার সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। যাহারা পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার উপাসনা করে, জ্ঞান তথায় এই বিরোধ উপস্থিত করে, যে পুত্তলিকা জড় মাত্র, উহা বাস্তবিক মনুষ্যগণেরই অধিকৃত পদার্থ, উহাতে ঈশ্বর-শক্তি কিরূপে থাকিতে পারে। হিন্দু, গ্রীক, ও পুরাতন অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্ম্মকে জ্ঞান এই বলিয়াই পরাভূত করত পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়াছে।

খৃষ্ট ধর্ম্মে জ্ঞানের এই বিরোধ উৎপন্ন হয়, যে ঈসা মনুষ্য, ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র হইতে পারেন না। সকল মনুষ্যই তাঁহার পুত্র, সাধু গুণে ভূষিত হইলেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়; কিন্তু কেহই ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র নহেন। ঈসা অপ্রাকৃত অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন দ্বারা অপনার ঐশী-শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভ্রম মাত্র; কারণ ঈশ্বরের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় ও অচিন্তনীয়। জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক ঘটনা তাহার নিয়ম-সূত্রে গ্রথিত, এই বিরোধ উপস্থিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। মহম্মদের ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের এই বিরোধ উপস্থিত হয় যে কোন বিশেষ পুস্তক কখনই নিরাকার জগদীশ্বরের প্রণীত হইতে পারে না, কেন না এই বিশ্ব সংসারই তাঁহার প্রকৃত পুস্তক ও ইহার আলোচনায় যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা কোরাণ এবং অন্য সকল মানব-প্রণীত ধর্ম্ম-পুস্তকের কাল্পনিক বৃত্তান্তের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য। পুরাতন ইহুদী জাতীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের সহিত জ্ঞানের এই অনৈক্য যে জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে নিয়ম-সূত্রই বলবান। এই নিয়ম-সূত্র এবং ইহুদীগণের ঈশ্বরের ভাব সম্পূর্ণ অনৈক্য, এই জন্য জ্ঞানের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিবাদ। হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণের সহিত জ্ঞানের এই বিবাদ, যে ঈশ্বর দুর্জ্জ্ঞের নহেন; বাস্তবিক, তিনিই যথার্থ জ্ঞেয় পদার্থ। অতএব সাধারণ মধ্যে, সংসার মধ্যে, ইহা প্রচলিত করাই আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিবাদ নাই। জ্ঞানের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়েন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অশঙ্কিতচিত্তে মনুষ্যকে জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্নশীল হইতে আদেশ করেন; কেন না, জগদীশ্বরের নিয়ম সকল যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই তাঁহার পরমমঙ্গল স্বরূপের আবির্ভাব আমাদের আত্মাতে জাগরূক হইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই মনে নিহিত আছে, মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, জ্ঞান সেই সকল মোহকে দূরীকৃত করিতেছে। দেব-দেবীর পূজা নিবারণ, মনুষ্য-বিশেষের পূজা নিবারণ ইহাই জ্ঞানের প্রভাব এবং জ্ঞান যতই ঈশ্বরের নিয়ম সকল আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ মনুষ্য নিকটে দেখাইয়া দিবে, মনুষ্য জাতি ততই উন্নত হইয়া মনুষ্যের আদর্শকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান-প্রভাবে ধর্ম্ম-প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতির মনুষ্য-পূজাকে নিরাকৃত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের আদর্শ হইতে আর এক উন্নততর উন্নততম আদর্শ পৃথিবীতে বিস্তার করিতে ব্রতী হইয়াছেন। অনন্ত কাল মনুষ্য সম্মুখে রাখিয়া উন্নত হইবে। পূর্ণ মঙ্গল জগদীশ্বরই সেই আদর্শ। তাঁহার পথে চলিলেই আমাদের মুক্তি হইবে। অতএব তিনিই পরিত্রাতা, তিনিই কৃপা করিয়া আমাদের সম্মুখে তাঁহার আদর্শ রাখিয়াছেন। অতএব তিনিই দয়ালু, তিনিই গুরু, তিনিই করুণাময় প্রভু। অপূর্ণ মনুষ্য আমাদের পরিত্রাতা নহে, অপূর্ণ মনুষ্য আমাদের সম্পূর্ণ আদর্শ নহেন। ইসা ও মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইসা ও মহম্মদ এই দুই মনুষ্যকে আপনাদের পূর্ণ আদর্শ বলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-জগদীশ্বরকে ব্রাহ্মগণের পূর্ণ আদর্শ বলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়ম সকল আলোচনা করিতে করিতে জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন, যে তোমরা নিয়ম দেখিতে দেখিতে অন্ধ হইয়া নিয়ন্তাকে বিস্মৃত হইয়াছ ৮।

পুনরায় যাঁহারা জ্ঞানকে তুচ্ছ করেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই উপদেশ প্রদান করেন, যে তোমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানে উন্নত হইয়া, নানা ভ্রম

---

৮ When all the motions of the heavenly bodies have been reduced to the dominion of gravitation, gravitation itself remains an insoluble problem. Why it is that matter attracts matter we do not know—we perhaps never shall know. Science can throw much light upon the laws that preside over the development of life; but what life is, and what is its ultimate cause, we are utterly unable to say. The mind of man, which can track the course of the comet and measure the velocity of light, has hitherto proved incapable of explaining the existence of minutest insect or the phenomena in ascertaining their sequences and their anologies, its acheivements have been mervellous; in discovering ultimate causes, it has ablolutely failed. An impenetrable mystery lies at the root of every existing thing. The first principle, the dynamic force, the vivifying powers, the efficient causes of those successions which we term natural laws, elude the utmost efforts of our research. The scalpel of the anatomist and the analysis of the chemist are here at fault. The microscope, which reveals the traces of all pervading, all ordaining, intelligence in the minutest globube, and displays a world of organized and living beings in a grain of dust, supplies as solution of the problem. We know nothing or next to nothing of the relations of mind to matter, either in our own persons or in the world that is around us; and to suppose that the progress of natural science eliminates the conception of a first cause from creation, by supplying natural explanations is completely to ignore the sphere and limits to which it is confined. Leckie's Rise and influence of Rationalism in Europe.

প্রমাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, অতএব জ্ঞান দ্বারা হৃদয়-স্থিত প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানকে দৃঢ়ীকৃত কর, ইহাতে তোমাদের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। পূর্ব্বে অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ কেহ পুত্তলিকাকে কেহ কেহ বা মনুষ্যকে পূজা করিয়াছে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে তোমারদের আত্মা নূতন বল ধারণ করিবে, তোমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি অটল অচল হইবে ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই রূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক জাতীয় পণ্ডিতগণ ঈশ্বর-জ্ঞান অতি দুর্জ্জেয়, সাধারণ লোক ইহার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সাধারণ মনুষ্য সম্মুখে কোন প্রাকৃতিক বস্তু না রাখিলে জগদীশ্বরের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সাধারণে পুত্তলিকা কিম্বা মনুষ্যকে আশ্রয় না করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না এই যে তাহাদিগের একটি ভ্রম ছিল, ইহা যে ভ্রম মাত্র, ভারতবর্ষের লোকগণ বঙ্গ দেশের লোকগণ ইহা যেন আপনাদের কার্য্য দ্বারা পৃথিবীতে প্রথমে প্রচার করেন।

---

## এলাহাবাদ ব্রাহ্ম-সমাজ।

১৭৮২ শকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মের যত্নে এই স্থানে প্রথম একটি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়া প্রায় ৫ বৎসর পরে তাহা রহিত হয়। তদনন্তর ১৭৮৭ শকের ২৩ শ্রাবণ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্মের উৎসাহে শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের ভবনে সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উহা নগরের মধ্যবর্ত্তী স্বতন্ত্র বাটিতে আনীত হইয়া নিয়মিত রূপে চলিতেছে। উপাসনা কার্য্য কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রয়াগে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতি কালে সমাজ গৃহে বিগত ১৫ ই অগ্রহায়ণ দিবসে মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক সমাজ হয়। তাহাতে তিনি নিম্ন লিখিত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করেন।

"ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের চিরন্তন ধন। যখন হিন্দু জাতি হিন্দু নাম প্রাপ্ত হয় নাই—যখন তাহারা আর্য্য নামে বিখ্যাত ছিল, তখনও এই ব্রহ্ম নাম বিদ্যমান ছিল। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের প্রাদুর্ভাব তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই—পৌরাণিক পৌত্তলিকতাও তাহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই—মুসলমানদিগের অত্যাচারও তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে নাই—মিশনরিদিগের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারও তাহাকে উন্মূলন করিতে পারে নাই। ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের চির ভূষণ। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সকল হিন্দু শাস্ত্রই ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেছে। ব্রহ্মোপাসনা নূতন প্রকার উপাসনা নয়, এ উপাসনা ভারতবর্ষে চির প্রসিদ্ধই আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সনাতন ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। উহা আত্মাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখে। যখনই মনুষ্য পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক হয়, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মাকে অনন্ত দেবের দিকে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে মানব-হৃদয়ে চিরকাল মুদ্রিত আছে। যখনই কোন ধর্ম্ম বিকৃত

আকার ধারণ করে, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই অবিনশ্বর ভাব জাগরূক হইয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করে। পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে—যখনই পরিমিত দেবতার উপাসনা আরম্ভ হয়, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। সাবধান! ব্রাহ্ম হইয়া যেন পরিমিত দেবতার উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত না কর। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ঈশ্বরই পাপের পরিত্রাতা। ঈশ্বরই কেবল মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। মনুষ্য কখনো মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। পাপ-প্রপীড়িত আত্মার ভার কেবল ঈশ্বরই মোচন করিতে পারেন; মনুষ্য কখনো তাহা মোচন করিতে সমর্থ হয় না। যখন আমরা পাপ-তাপে কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট পলায়ন করি, তখনই করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিয়া, পাপ তাপে দহ্যমান আত্মাকে শীতল করেন। আমরা যদি পাপ হইতে পরিত্রাণ জন্য কোন মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তাহা পৌত্তলিকতা হয়। রাজা রামচন্দ্র দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন জন্য বিখ্যাত ছিলেন—রাজা রামচন্দ্র ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন বলিয়া তিনি সকলেরই সম্মান যোগ্য। এই সম্মান ভাব বিগর্হিত নহে, কিন্তু যদি রামচন্দ্রকে ঈশ্বর মনে করিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই তাহা পৌত্তলিকতা হয়। সাধু মনুষ্যকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে তাঁহাকে স্থাপন করা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিধান নহে।"

---

## বন্ধু।

### শেষ।

তোমা বিনা মনোদুঃখ কব আর কারে।
তোমা বিনা কে বা তাহা নিবারিতে পারে॥
তোমা বিনা হৃদয়ের বন্ধু কে বা আছে।
হৃদয়ের দ্বার খুলে কান্দি কার কাছে॥
তোমা হতে কে বা আর আছে হে আপন।
তোমা হতে কে বা আছে বিশ্বাস-ভাজন॥
ভয়-শূন্য হয় প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া।
বিপদে সাহস পাই তোমাকে দেখিয়া॥
জটিল কুটিল চিন্তা কত আসে মনে।
তন্ন তন্ন করি তাহা তোমার স্মরণে॥
রোগের ঔষধ তুমি শোকের সান্ত্বনা।
পাপের দমন আর কে বা তোমা বিনা॥
তুমি হে ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল।
বিশ্রামের তরুতল পথের সম্বল॥
হৃদয়-রঞ্জন তুমি নয়ন-অঞ্জন।
কণ্ঠের ভূষণ তুমি কিরীট-রতন॥
তব সম নাহি পাই খুজে ত্রিভুবন।
সখা হে আমার তুমি মনের মতন॥
যাবতীয় প্রিয় বস্তু হতে তুমি প্রিয়।
আত্মীয় হইতে তুমি পরম আত্মীয়॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
কে করিতে পারে দয়া তোমার মতন॥
কাল পূর্ণ হলে যবে সকলে ত্যজিবে।
আপনার বলি তুমি গ্রহণ করিবে॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু করি নিবারণ।
নিত্য পূর্ণ আনন্দেতে করিবে মগন॥
ঘচাইয়ে এক বারে সকল দুর্গতি।
করিবে অনন্তকাল অনন্ত উন্নতি॥
ওহে সখা তোমা বিনা আর কেহ নাই।
আমার মনের কথা তোমারে জানাই॥
এসেছি তোমার ভবে তোমার ইচ্ছায়।
পেয়েছি মানব দেহ তোমার কৃপায়॥
যা করি করাও তুমি কৌশল করিয়া।
তোমার কি অভিপ্রায় না পাই ভাবিয়া॥
তব ইচ্ছা সিদ্ধি হোক আমি এই চাই।
কখন তোমাকে যেন ভুলে নাহি যাই॥
তোমার কাজের জন্যে এসেছি হেথায়।
মন যেন ভাবে তাই কাজের বেলায়॥
তব অনুচর হয়ে মন যেন থাকে।
মন যেন তোমাকে হে দিবানিশি ডাকে॥
তব কার্য্যে অবসর পাইব যখন।
দিও যেন দয়া করি চরণে শরণ॥
যত করিয়াছি দোষ করিয়া মার্জ্জনা।
এখন পূরাও এই মনের বাসনা॥
এস হে হৃদয়-সখা হৃদয়-মাঝারে।
সখা বলে আলিঙ্গন করিহে তোমারে॥
প্রেমানন্দে যোগানন্দে হয়ে নিমগন।
প্রাণ-ভরি দেখি তব প্রসন্ন বদন॥

তুমি হে প্রাণের প্রাণ জগতের প্রাণ।
সুধার আধার তুমি প্রেমের নিধান ॥
মোহ-অন্ধ হৃদয়ে তোমারে যদি পাই।
আর কিবা চাই তবে আর কিবা চাই ॥
কাজ নাই রাজ-গৃহে কুটীরে রহিব।
পর্য্যঙ্কে কি প্রয়োজন ভূতলে শুইব ॥
বসন অভাবে নয় বল্কল পরিব।
সামান্য শাকান্নে নয় উদর পূরিব ॥
কারেও না পাই যদি একা মাত্র রব।
তোমারে হৃদয়ে দেখে দুঃখে সুখী হব ॥

---

# বিজ্ঞাপন



---


তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১ মাঘ বুধ বার।

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
ফাল্গুন ১৭৯০ শক।

৩০৭ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

---

## ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯০ শক।

---

প্রাতঃকালে ৮॥০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দির ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইলে নিম্ন লিখিত সঙ্গীত হইল।

### ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

আজি আমারদের মহোৎসব। আজ আনন্দের
সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে। আজ
আনন্দের সীমা কি।

---

সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

"বঙ্গবাসী ভারতবাসীগণ! অদ্য তোমরা সকলে হৃদয়ের সহিত এই মহোৎসবে যোগ দেও। ইহাই তোমারদের প্রকৃত উৎসবের দিন। এই পুণ্য মাসে, এই পুণ্য বাসরে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় বীজ বঙ্গভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত হয়; তাহা এক্ষণে শাখা পল্লবে বিস্তৃত হইয়া শত শত আত্মাকে ছায়া দান করিতেছে। তোমরা যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, জনসমাজের উন্নতি সংসাধন করিতে চাও, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিও না। এক্ষণে ভারত-গগন ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন—চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা নির্ব্বীর্য্য, ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দু সমাজ বিকলেন্দ্রিয়, মৃতপ্রায়; ধর্ম্ম, বাহ্যাড়ম্বর অর্থ শূন্য প্রলাপ বাক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে;—এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মই এক মাত্র আশা। ইনি অল্পে অল্পে হিন্দু সমাজে, নূতন জীবন নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন বল সঞ্চারিত করিতেছেন—যে সকল জটিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, হিন্দু সমাজ নিষ্পন্দ, অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একে একে ছিন্ন হইতেছে;—উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে ইহাই যে কালে পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জন সমাজের

পত্তন ভূমি হইবে, সে সমাজ যে পৃথিবীর আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

প্রথমতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির ধর্ম্ম—ইনি উন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন না; সত্য যেখান হইতে আসুক না কেন, ইনি আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। আত্মা যে পরিমাণে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইবে; জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত হইতে থাকিবে, নূতন নূতন সত্য সকল উপার্জ্জন করিবে, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইবে। আত্মা যে রূপ উন্নতিশীল, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ উন্নতি-সাপেক্ষ ধর্ম্ম। এই পৃথিবীতেই আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় না—এই জীবনেই আমরা ঈশ্বরের সকল স্বরূপ অবগত হইতে পারি না; এ দেহ ত্যাগ করিয়া যত আমরা উন্নত হইতে উন্নততর লোকে গমন করিব, ততই ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের মহিমা অধিক রূপে উপলব্ধি হইতে থাকিবে। আমরা এখানে থাকিয়াও যত সত্য উপার্জ্জন করিব, তাহা সকলি ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি হইবে। আমারদের ধর্ম্ম গ্রন্থ-বিশেষে আবদ্ধ নাই—ইহার উপর কালের হস্ত নাই, কীটেরও উৎপাত নাই। আত্মার বিনাশ না হইলে আর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ হয় না। আমারদের ধর্ম্ম কতকগুলি অক্ষর মাত্রে পর্য্যবসিত নহে—মুখ-পরম্পরাগত প্রবাদ মাত্রও নহে—কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও ইহার সার নহে—ইহার সত্য-সকল সমর্থন করিবার নিমিত্ত কোন বাহ্য সাক্ষীরও আবশ্যক করে না—মনুষ্যের আত্মাই তাহারদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জীবন্ত ধর্ম্মের অভাবে সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কত উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে—ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত ঐক্য হয় না বলিয়া কত সত্যকে জলাঞ্জলি দিতে হইতেছে—স্বাধীন আত্মার স্ফূর্ত্তি উদ্যমের কত লাঘব হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। যেমন ঈশ্বর এক, তেমনি ধর্ম্মও এক। যেমন একই বায়ু সকল প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে; একই সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতেছে; সেই রূপ একই ধর্ম্ম সকল আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা মোচন করিতেছে। যে সকল সত্য সকল-ধর্ম্মেরই মূলে বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই হেতু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ইনি উন্নত ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, সকল মনুষ্যকেই প্রীতিনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মই না হইতেছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পিতা, পুত্রের প্রতি কঠোরতাচরণ করিতেছে; স্বামী, ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতেছে; ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ হইতেছে—কত দেশে কত সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কোথায় ঈশ্বর ধর্ম্মকে সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, না ধর্ম্মই অশান্তির কারণ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের বিষয়-ক্ষতিলাভের সহিত যখন ধর্ম্মকে জড়িত করা হয়, তখনই ধর্ম্ম জীর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ সাবধান! আমরা যেন নির্ম্মল, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বীয় বৈষয়িক ক্ষতিলাভের সহিত লিপ্ত করিয়া, ইহাকে সংকীর্ণ মলিন করিয়া না ফেলি। আমরা যেন ধর্ম্মের নামে নিজ স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ না করি। আমরা যেন সেই অনন্ত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে গিয়া, আমা-

দের ক্ষুদ্র যশোমান বিস্তারে নিযুক্ত না থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্র সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক হস্তে প্রলোভন ও অপর হস্তে বিভীষিকা ধারণ করিয়া আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতেছেন না; তিনি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মের মধুময় রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রেম রাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে উপদেশ দিতেছেন, নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবে; ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তই, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবে।

তৃতীযতঃ। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই আর একটী সত্য পাইতেছি যে ঈশ্বরের সহিত আমারদিগের অতি নৈকট্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা মাতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র; তাঁহার নিকট যাইতে হইলে কোন মধ্যস্থের আবশ্যক করে না, তিনি পাপী তাপী সকলকেই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটী যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে জাজ্বল্যমান এমন আর কোন ধর্ম্মে নাই। বস্তুতঃ এই ভাবটী আমাদের এ দেশীয় ধর্ম্মের ভাব। আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে দৃষ্টি করিতেন, গিরি গুহা কানন সমুদ্রে, সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা অনুভব করিতেন—প্রতি ঘটনায় তাঁহার হস্ত বিদ্যমান দেখিতেন। যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্য মধ্যে ব্যবচ্ছেদ স্থাপন করা ইহুদি দেশীয় ধর্ম্মের, সেই রূপ এই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার অতি নিগূঢ় নৈকট্য যোগ স্থাপন করা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। কিন্তু আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই ভাবটি এত দূর লইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া, একটী মহৎ ভ্রমে নিপতিত হইলেন। তাঁহারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান রাখিলেন না; তাঁহারা ভাবিলেন যখন সকলই ব্রহ্মময়—তখন ব্রহ্মই জগৎ, জগৎই ব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভ্রম বিনাশ করিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার বাস্তবিক নৈকট্য যোগটী সম্যক্ রূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের সহিত ঈশ্বরের অনন্ত যোগ। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা বিধাতা ও পাপের মোচয়িতা জানিয়া, যেন তাঁহারই শরণাপন্ন হই ও সংসারের ভয়াবহ স্রোত-সঙ্কুল অতিক্রম করিয়া কল্যাণ পথে উন্নতি লাভ করিতে থাকি।

চতুর্থতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এই ভাবটী ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। প্রীতিবিহীন হইয়া আমরা তাঁহার যে কার্য্য করি, তাহা যেমন বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই রূপ যে প্রীতি কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়, সে প্রীতি প্রীতিই নহে। আমরা ঈশ্বর হইতেই সকল সুখ সৌভাগ্য লাভ করিতেছি—তাঁহার অজস্র করুণায় আমরা জীবিত রহিয়াছি— অথচ আমরা তাঁহাকে এক বার মনেও করি না— আমরা ঈশ্বরের কার্য্য করি অথচ কাহার কার্য্য করিতেছি, আমরা তাহা জানি না— এই সাংসারিক ভাব যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ; সংসার হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহার আদিষ্ট সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া শুদ্ধ ধ্যানেতেই নিমগ্ন থাকা—অথবা বৈরাগী হইয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করা—এই সন্ন্যাসিক ভাবও ব্রাহ্মধর্ম্মের তেমনি বিরোধী। ঈশ্বর আমারদিগকে এই অভিপ্রায়ে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা সংসারের উন্নতি সাধন করি, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করি, সাংসারিক প্র-

লোভনের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে সংগ্রাম করিয়া আত্মাকে প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ করি। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব হে ব্রাহ্মগণ! আমরা যেন স্বাধীন ভাবে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারের তাবৎ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকি; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, দেশের উন্নতি; জগতের উন্নতি সাধনে আগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রসর হই। ধর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না রাখি। আমরা যেন কিছুতেই উদাসীন না থাকি। ঔদাসীন্যই হিন্দুদিগের পতনের অন্যতর কারণ। আমারদের দেশের অনেকেই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকেন। এই রূপ উদাসীন ভাব বহু অনর্থের মূল; ইহাতে আত্মার প্রবৃত্তি সকল, যথোচিত রূপে পরিচালিত না হওয়াতে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়—ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া থাকে—জন সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়—জ্ঞান ও সভ্যতা তিরোহিত হইয়া যায়।

হে পরমাত্মন্! তোমার এই উদার পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগৎময় প্রচার কর—তোমার পবিত্র আসন প্রতি আত্মাতে স্থাপন কর—তোমার সিংহাসন প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত কর—এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উদ্বোধন দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

## উদ্বোধন।

"যিনি অসীম আকাশে স্থিতি করিতেছেন, যিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বর্ত্তমান, যিনি সকল আত্মার অন্তরাত্মা, যিনি প্রীতির এক মাত্র নিকেতন, যিনি শ্রদ্ধার পরম ভাজন, যিনি গুরু পিতা মাতা—তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি এই ১১ মাঘের উৎসবের উৎসাহ দাতা। আমরা যেমন তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সংবৎসর পরে উৎসবের উদয়ে যেমন আমরা এক-হৃদয় হইয়া তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-পুষ্প-অঞ্জলি দিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি—তেমনি সেই মহান্ বিভু সর্ব্বাশ্রয় একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ পুরুষের প্রীতি-নয়ন এখানে আমারদের সকলের উপরে রহিয়াছে, তিনিও এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, এখানে পবিত্র সমীরণ তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে বহমান হইতেছে, সেই জ্ঞান-জ্যোতি এখানকার এই জ্যোতিকে বিদীর্ণ করিয়া আমারদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এই জ্যোতির মধ্যে বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু-সকল উন্মীলিত রহিয়াছে, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-দৃষ্টি আমারদিগকে উৎসাহ দিতেছে, সেই উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সিংহাসনের অভিমুখে যাইতেছি। তিনি এখানে বর্ত্তমান, যেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে কিছুমাত্র কৃপণতা না করি—শ্রদ্ধা ভক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।"

---

উদ্বোধনের পর এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। আজ কর
রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার, প্রভুচরণে
ছাও রে ছাও।
নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা, গাঁথি গাঁথি
দে উপহার।
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার
সকল সংসার।

---

পরে স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে এই গান গীত হইল।

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে। হৃদয়-
কমল বিকাশে যাঁর নামে।
গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে
বিরাজেন স্বপ্রকাশ।
দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে
সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে।

---

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎ-পর্য্যের সহিত পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে অতি মহান্ উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, মনুষ্যের মলিন কামনা সাধনের জন্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার আপনার প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে দাও; আপনাদের ক্ষুদ্র ভাবে ইহাঁর সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিও না। জ্ঞান প্রচার ও প্রেম বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে থাক; দেখিবে ইহাঁর সৌন্দর্য্যে মর্ত্ত্য লোক কি সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

যখন যৌবনের মত্ততা, রিপুগণের উত্তেজনা ও সম্মুখের প্রলোভন চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে, কর্ণকে বধির করিয়া দেয় এবং সমুদায় বিচার শক্তি অপহরণ করিয়া লয়; তখন ঈশ্বরের পবিত্র নাম, ধর্ম্মের উপদেশ ও কল্যাণের পথ তুচ্ছ বোধ হয়, পাপের মূর্ত্তি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, এবং স্বেচ্ছাচার পৌরুষ বলিয়া পরিগৃহীত হয়—তখন স্নেহ ও হিতৈষণার অবতার-স্বরূপ জনক-জননীর পবিত্র মূর্ত্তিও যেমন অবমানিত হয়, ধর্ম্মও সেই রূপ অবজ্ঞাত হইতে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর তখন কোমল হস্তে তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করেন। যদি আপনার সংকট বুঝিতে পারিয়া তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে ডাকেন, ঈশ্বর তখনই—তাঁহাদের দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেন। এমন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিওনা; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন ও মৃত্যুর পথ পৃথক্ করিয়া সকলের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, এবং মৃত্যু হইতে জীবনের পথে আনয়ন করিবার জন্য নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। কাহাকেও সুখ ভোগে বঞ্চিত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; প্রত্যুত নিত্য সুখের পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি সেই সুখ-ধামের সরল পথ চাও, তবে সমুদায় অবৈধ সুখ-সম্ভোগ এখনই পরিত্যাগ কর, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ। ধনোপার্জ্জন কর, যশোবিস্তার কর, মান সম্ভ্রমে সমুন্নত হও, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি বন্ধক নহেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, সত্য পথ পরিত্যাগ করিওনা, ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিওনা, ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিওনা। যে কর্ম্ম করিলে পরিণামে সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে, তাহা এখন অবধিই পরিত্যাগ কর। বিষয়-সুখ ক্ষণকালের জন্য, তাহা আত্মার অন্ন স্বরূপ; শরীর যেমন অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বল পায়;—আত্মা সেই রূপ পরিমিত বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং শরীর ও মনের অভাব-সকল পূর্ণ থাকিলে মনুষ্য সহজে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারেন; এই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখ পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ।

বিষয়-সুখ অপেক্ষা আর এক উন্নততর সুখের অধিকারী হইয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ

করিয়াছে; যথার্থ পাত্র হইয়াও সে অধিকারে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিরূপণ করিয়া প্রীতির সহিত সেই অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আত্মাতে অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। সেই আত্ম-প্রসাদ বিষয়-সুখ অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে গুরু। ঈশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মজীবী করিয়াছেন; মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় কেবল আত্মম্ভরি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই। অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি ভাব বিস্তার করিয়া, ন্যায় ও হিতৈষণার আদেশ অনুসারে অন্যের অহিতাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, সকলের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া, মনুষ্য এই মর্ত্তালোকে থাকিয়াই স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য যদি কখন বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন করিতেও হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ।

মনুষ্য যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া আত্ম-প্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার নিকট আর এক উচ্চতর সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তখন অনায়াসে পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান করিয়া জীবন ধারণের চরম ফল ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারেন। জড়ের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, ও মনের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া— অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ ভেদ করিয়া, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান পূর্ব্বক, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাতে যে আনন্দময় পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, তাঁহার সহিত সমাগত হইয়া মনুষ্য ইহ জীবনেই শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষরস পান করিতে থাকেন। আত্মা যখন ঈশ্বরেতে অবস্থান করিবে,—তখন উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিলে ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ বস্তুও যেমন ক্ষুদ্র বোধ হয়, সেই রূপ শৈশবের ক্রীড়া ও যৌবনের বিলাস এবং পশু প্রবৃত্তির পরিচারণা ও পাপ পথে সঞ্চরণ অতীব হেয় ও জঘন্য বলিয়া আপনা হইতে প্রতীয়মান হইবে। কি প্রকারে ঈশ্বরের সহবাস চিরস্থায়ী হয়, তখন তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া উপায়-সকল অনুসন্ধান করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপে জীবনের পথ প্রদর্শক হইয়া, মনুষ্যকে অবৈধ বিষয়-সুখ পরিহার পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত করিবেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীও আপ্যায়িত হইতে থাকিবে, সমাজ-সকল সুসংস্কৃত হইবে, দেশাচার পরিশোধিত হইবে, রাজনীতি সমুৎকৃষ্ট হইবে, ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত হইবে, সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতা পরিব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যেমন অদ্যকার উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্ম ও শান্তির প্রেরয়িতা পরমেশ্বরকে সবান্ধবে উপাসনা করা, আর সমুদায় তাহার আনুসঙ্গিক শোভা; সেই রূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরোহণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; বাহ্য বিষয়ের উন্নতি তাহার আনুসঙ্গিক ফল। প্রথমে ঈশ্বরকেই চাই। তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিতে না পাইলে আর সকলই নিরর্থক হইবে। হৃদয় তাঁহারই প্রেম সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া আছে। তাঁহাকে লইয়া বরং পর্ণকুটীরেও অবস্থান করিব; তাঁহাকে ছাড়িয়া অট্টালিকার প্রয়োজন নাই। পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ কর, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া থাক, চীর খণ্ড পরিধান কর, ফল মূল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কর; যদি হৃদয় কন্দরে সেই জ্যোতি

বিরাজিত থাকে, সকল দুঃখ, সুখ হইয়া উঠিবে। আজি আমরা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই মহোৎসব আমারদিগকে বিবিধ সুখ প্রদান করিতেছে। ধার্ম্মিকগণের মনোহর মুখশ্রী, এক দেবতার উপাসক বান্ধবগণের সমাগম, এবং তৃপ্তিকর সঙ্গীত মাধুরী অন্তরে পবিত্র সুখ বর্ষণ করিতেছে; ঈশ্বরের আদেশে—ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছি স্মরণ করিয়া প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ হইতেছে, এবং যখন দেখিতেছি সেই অমৃতময় তেজোময় পুরুষ এই উৎসবের প্রাণ-রূপে অবস্থান করিতেছেন, বাহিরে সমুদায় আকাশ অন্তরে সমুদায় আত্মা তাঁহারই দ্বারা পূর্ণ হইয়া আছে, তিনি পিতার ন্যায় মাতার ন্যায় গুরুর ন্যায় বন্ধুর ন্যায় সমস্ত দিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তখন অনুপম ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি।

"অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।" হে অনাদি মৎ পরমাত্মন্! সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তোমা হইতে সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমুদায় বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছ; তুমি অসীম আকাশে অনন্ত রূপে বিরাজ করিতেছ; তুমি আমাদের আত্মাতে আনন্দ রূপে দীপ্যমান আছ। আজি তোমারই আদেশে এই উৎসবে সমাগত হইয়া তোমার ও তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য পান করিতেছি। যে উৎসবে তোমার ভাব নাই, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হৃদয়ের উন্নত কামনা কেবল তোমারই সমাগমে পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে যদি তোমার জ্যোতি দেখিতে পাই, তবে সকলই জ্যোতির্ম্ময় হয়। হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমারই জন্য হৃদয় সমুৎসুক হইয়াছিল। মুক্ত কণ্ঠে যে তোমার নাম গান করিতেছি, ইহাই আমাদের মহোৎসব; তোমাকে লইয়াই যে অদ্যকার দিবস অতিবাহিত করিব, ইহাই আমাদের মহোৎসব; তোমার ভক্তগণে যে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, ইহাই আমাদের মহোৎসব। হে জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তোমার কৃপায় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে বল দাও; তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের পথ প্রদর্শক করিয়া তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপনীত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

"অদ্য যেমন এই উৎসব-দিনে মেঘ-আবরণ ভেদ করিয়া নবতর সূর্য্য আকাশ হইতে সমুজ্জ্বলিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সৃষ্টি প্রকাশিত হইল—সেই প্রথম দিনে, সেই আদি দিনেও এই প্রকারেই এই সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল এবং এই জগৎ সংসার প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই দিন প্রথম উৎসবের দিন—সেই প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি এই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের কিরণ সমুদয় জগতে বিকীর্ণ হইতেছে—সেই প্রথম দিন হইতে ঈশ্বরের সংকল্প সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম দিনের আনন্দ, সেই প্রথম দিনের মঙ্গল ভাব, সেই প্রথম দিনের সংকল্প, অদ্যাপি বহমান রহিয়াছে। যেমন অদ্যকার এই প্রাতঃকালের সূর্য্য-কিরণে সমুদয় পৃথিবী উজ্জ্বলিত হইয়াছে; সেই প্রকার সেই প্রেমময়ের আনন্দ-জ্যোতিতে নব বল ধারণ করিয়া আমারদের সমুদয় আত্মা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সূর্য্যের কিরণের শেষ নাই—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের বিরাম নাই। এই এক মঙ্গলময়ের প্রভাবে

সকলের উন্নতি। দেখ, যে মঙ্গলময়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই প্রেমের উপরে নির্ভর করিয়াই এখনো সকল চলিতেছে। তিনি অদ্যাপি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তিনি আপনার করতলে সকল ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ভাব অনুভব কর। আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের মঙ্গল ভাব দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। যখন পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন সকলি অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। জ্ঞান আচ্ছন্ন ছিল, ভাব মুকুলিত ছিল—মাতৃ ক্রোড়ে শয়ান ছিলাম। ক্রমে জ্ঞান প্রকাশিত হইল, হৃদয়ের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের শাসনে আত্মা উন্নত ও পবিত্র হইল, তার সঙ্গে সঙ্গে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে বুঝিতে পারিলাম। একই দিনে এই সকল আমরা পাই নাই, কিন্তু এই সকল পাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতে সকলি প্রস্তুত ছিল। সেই রূপ যদিও মনুষ্য-সমাজে বিশুদ্ধ-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা এত দিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তাহা যে হইবে না, এমন কখনই নহে। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-সমাজ উন্নত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতা চলিয়া যাইতেছে—এমন দিন আশা করিতেছি, যখন সকলে এক স্বরে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের গুণ গান করিবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্কল্পের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ রহিয়াছে, তখন ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবেই হইবে। আমি আপনার জীবন-পুস্তক পাঠ করিয়াও দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য-জ্যোতি ও নিষ্কাম প্রীতি প্রেরণ করিয়া আমার তমসাচ্ছন্ন পাপ-দূষিত আত্মাকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের হস্ত যে কেবল আমার উপরেই, তাহা নহে—তাহা সকলের উপরেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের আত্মাকেই পবিত্র করিয়া ব্রহ্মের দিকে লইয়া যাইতেছেন। অদ্য তাঁহারই আহ্বানে তোমরা এখানে সমাগত হইয়াছ। ইহাতে কি তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণ ও ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতেছ না? এখানে এখন সত্য ও প্রেমের হিল্লোল উঠিয়া আত্মাকে কেমন মধুময় করিতেছে—ইহার জন্য সকলে মিলিয়া হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার সেই প্রেমদাতার চরণে অর্পণ কর। "যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ" নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদের এবং আমারদের চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত সমাধান করি—স্বীয় আত্মাকে সেই পরমাত্মার সহিত যোগ করি। "অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে, যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা" হে অনাদিমৎ! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ—তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই সত্য সকলেই উল্লেখ করিতেছে—এই সত্য সত্য-স্বরূপের নিকট হইতে আসিয়াছে। তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল পোষণ কর—নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের সেবা কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি দুর্ব্বলের বল, নতুবা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি এমন আমার কি সাধ্য! আমার যাহা কিছু গ্রহণ কর। তোমাকে যে প্রেম দিতে পারিতেছি, এই আমার সৌভাগ্য। হে দেব! যাঁহারা এই উৎসব-ক্ষেত্রে অদ্য তোমার সত্য আহরণ করিবার জন্য, তোমার প্রেম পান করিবার জন্য, আগমন করিয়াছেন; তাঁহারা যেন শূন্য হস্তে, শূন্য হৃদয়ে না যান। প্রতি জনের আত্মাতে তোমার সত্যের আদর্শ প্রেরণ কর,

তোমার পবিত্র প্রেম প্রেরণ কর। হে পরমেশ্বর! তোমার যে কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা এই উৎসবক্ষেত্রে প্রতি জনের হৃদয়কে আকর্ষণ কর। তোমার সত্য গ্রহণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য ধারণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য প্রচার করিতে উৎসাহী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

শেষে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইল।

## সঙ্গীত।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর গায়
সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ
ব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর
দিগন্ত প্রসারি।
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয়
মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্র পরে জ্যোতি তোমার হে আদি-
জ্যোতি কল্যাণ।
জগত পিতা জগত পালক তুমি সকল মঙ্গলের
নিদান।

---

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার।
ডাকি তোমায়, সংসার-মোহ-কোলাহলে দেও
নিস্তার।
রয়েছো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন
সনাতন, যত আর সকলি অসার।

---

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

দীননাথ! প্রেম-সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে॥
তব প্রেম-নীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
উৎস যত উৎসারিত মরু-ভূমি-প্রস্তরে।
অমৃত-ধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে।
সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ, পরম সখা! তোমার প্রেম
গাইয়ে॥

---

রাগিণী গৌড়শারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

আঁখি-অঞ্জন! ডাকি হে তোমারে।
তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেম সুধা পিয়াও
আমারে।
চঞ্চল চপলা সম চমকি নয়ন, কোথা গেলে
ফেলিয়ে আঁধারে।

—:০:—

## মধ্যাহ্ন কালে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে নিম্ন লিখিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগিণী লুম ঝিঁজিট—তাল খং।

উথলিল প্রেম-সুধা, আজ, অহো সাধু!
আন আন বিমল আধার
নিদ্রা না এসে, প্রেম জলে ভাসে,
নয়ন সবার।
যেথা সেথা ব্রহ্ম নাম, হলো দেখি ব্রহ্ম ধাম,
রস-স্বরূপের নাম বদনে সবার।
জ্ঞান-জল নিধির বেলা, এ আনন্দের মেলা
জোলা,
চক্ষু মন শীতল হলোরে সবার।

—:০:—

## সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা।

সায়ংকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবন আলোক-মালায় উজ্জ্বল ও ব্রাহ্মগণে পরিপূর্ণ হইলে প্রথমত এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

আজ আমাদের মহোৎসব।
আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে।
আজ আনন্দের সীমা কি।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই উৎসব-জনিত হৃদয়ের আনন্দ সুমধুর গম্ভীর-স্বরে ব্যক্ত করিলেন।

"আজ বন্ধুগণের সহিত ব্রহ্ম নাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল যে আমরা কি নিমিত্ত এই দিনে আহ্লাদিত হই। মহাত্মা রামমোহন রায় এই দিনে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং আমরা সেই সমাজের সহিত যোগ রাখিয়া জগদীশ্বরের পথে চলিতেছি—অদ্যকার আনন্দের এই এক কারণ আমার মনে প্রথমেই প্রতিভাত হইল; কিন্তু হৃদয়ের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। রামমোহন রায়ের উপর কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইল; কিন্তু আনন্দের সমস্ত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। জগদীশ্বরের পথে চলিলেই বিমলানন্দ, ও তাহা হইতে বিচ্যুতিই বিষাদ—ইহা তো জীবনের প্রতি দিনের সহিত সম্বন্ধ রাখে—তবে আজ কেন আমার হৃদয় প্রফুল্ল, ব্রাহ্ম-গণের মুখ উজ্জ্বল। ইহার কারণ কি?

ভাবিয়া দেখিলাম, যে অদ্য সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আমাদের মনুষ্য নামের গৌরব হয়—এইটিই আনন্দের প্রকৃত কারণ। রামমোহন রায় মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপকারের জন্য এই ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই আমরা আনন্দিত; আমারদের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যোগ, তাহাই অদ্য প্রতিভাত হইতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় আমারদের প্রিয়তম ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের আর এক সম্বন্ধ আছে। এই দেশ-কাল-ধর্ম্ম সংযোগে অদ্য তাঁহার নাম মনে হয়ই হয়। বাস্তবিক মনুষ্যের আত্মা যে দিন সৃজিত, সেই দিনেই এই ধর্ম্মের প্রকৃত উৎপত্তি। সকল ধর্ম্ম হইতেই মোহান্ধকার দূরীকৃত হইলে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে পারে; সকল ধর্ম্মেতেই কিছু না কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিহিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম—অন্যান্য ধর্ম্মে এই ধর্ম্মের আংশিক সত্য-সকল প্রচ্ছন্ন-ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম—ইহা এইক্ষণে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া পরিস্ফুটিত হইয়াছে। এই জন্যই অদ্য আমারদের আনন্দ।

প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ভূতকালের সম্ভজনীয় ছিল, তেমনি আবার সমুদয় ভবিষ্যৎ কালেরও পূজনীয়। যত জ্ঞান বৃদ্ধি হউক না কেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ব-সকল মনুষ্যের মনে যতই প্রতিভাত হউক না কেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ উন্নত থাকিবেই। যে ধর্ম্মের আদর্শ অনন্ত-স্বরূপ, তাহার সীমাকে কে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে মনুষ্যের আত্মা ধর্ম্ম বলে বলী হইয়া, জ্ঞান যোগে সত্য জানিয়া যতই উন্নত হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার, একমেবাদ্বিতীয়ং সেই বরণীয় অনন্ত পুরুষের পবিত্র ভাবের প্রতি প্রীতি, ভক্তি, ও শ্রদ্ধা পৃথিবী হইতে ততই উত্থিত হইতে থাকিবে। এই ভাবিয়াই অদ্য আমারদের আনন্দ।

জড় জগৎ না জানিয়া তাঁহার আজ্ঞা বহন করে, আত্মা তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে। অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র—সৌর জগৎ সমেত দীপ্তিমান সূর্য্য—মহা সমুদ্র ও পর্ব্বত-শ্রেণী তাঁহার শাসনে থাকিয়া অহরহ তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে; মনুষ্যগণ পৃথিবীতে ও সংসারে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে; মনুষ্য হইতে উন্নত ভাবাপন্ন দেবতারা তাঁহারই পূজাতে নিমগ্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত, অতএব ঈশ্বর চিরকাল সর্ব্বত্রই পূজনীয় ও উপাস্য। অনন্তকাল তাঁহার গান উত্থিত হইতেছে ও উত্থিত হইবে। সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব লোকে বলিতেছে যে "গাও তাঁরে গাও সদা।" অদ্য আমরা একতানে সেই গানের সহিত যোগ দিয়া এমন বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-
শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্বসুখদাতা।
তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি
অমৃত-সেতু; তুমি অগম্য অপার।
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত,অনাদি অস্তত-কারণ,তুমি
সকলের মূলাধার।

---

উদ্বোধনের পর এই সঙ্গীত-সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইল।

---

গান

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞান-যোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ, ভুলো না রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে।
ভয় কি, অভয় দানে, তোষেন জগত জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে।

---

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর-বিপদ-শাসনে॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত
ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরা-
জিলে,
ভকত হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু
ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে।
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ
গাইয়ে, যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম
সাধনে॥

---

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যাত হইলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"অসীম আকাশে যিনি বর্ত্তমান, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি বিরাজমান; এই গৃহের পরিমিত আকাশ-মধ্যে সেই অনাকাশ স্বপ্র-

কাশ পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্রের অভ্যুদয়ে, শীত-বসন্তের সমাগমে যাঁহার অনুপম কৌশল-কলাপ বিলোকন করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে যাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। পরিবারের মধ্যে সম্পদ সৌভাগ্য-বিকাশে যাঁহার অসীম-করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি-ভরে যাঁহার চরণে প্রণত হই; আজ সাধারণের একত্রীভূত গৃহ-স্বরূপ ভারত-ভূমির এই উৎসব উপলক্ষে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের অপরিসীম দয়া মূর্ত্তিমতী দেখিয়া তাঁহাকে পূজার উপহার প্রদান করিতে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি।

যিনি সূর্য্যে জ্যোতিঃ, চন্দ্রে কান্তি, পুষ্পে সৌন্দর্য্য, ওষধি বনস্পতিকে ফল ফুল প্রদান করিয়া দ্যুলোক ভূলোককে মনোহর ভূষণে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি পরিবারের মধ্যে সুখ সম্পদ প্রেরণ করিয়া আমোদ আহ্লাদে সকলকে প্রফুল্লিত করিতেছেন; সেই ধর্ম্মাবহ অখিল-বিধরণ পরমেশ্বর আপনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া প্রতি আত্মাতে ধর্ম্ম-বল শুভবুদ্ধি প্রেরণ করত জন-সমাজকে জাগ্রৎ ও জীবন্ত রাখিতেছেন।

বৃক্ষলতা যেমন রৌদ্র জলে বর্দ্ধিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ন পানে পরিপোষিত হয়; মানব-আত্মা তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারাই সমুন্নত হইয়া থাকে, পরিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব দ্বারাই তেমনি সমগ্র জনসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠে। রৌদ্র জলের অসদ্ভাবে যেমন তরু-গুল্ম সকল পরিশুষ্ক হয়, অন্ন পানের ব্যতি-ক্রম দ্বারা যেমন শারীরিক বল বীর্য্যের ব্যাঘাত হয়, তেমনি জীবন্ত ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব অভাবে মানব-আত্মার সমষ্টি স্বরূপ প্রকাণ্ড জন-সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন শারীরিক ক্রিয়া সকল সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয়, বিবিধ পরমাণু-পুঞ্জ একত্রীভূত হইয়া এক শরীর-রূপে প্রতিভাত হয়; তেমনি যতক্ষণ জনসমাজ মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপ সুনির্ম্মল ধর্ম্ম-সমীরণ সঞ্চরণ করিতে থাকে, ততক্ষণই জন-সমাজের বাহিরে শৌর্য্য বীর্য্য, সম্পদ স্বাধীনতা, অন্তরে জ্ঞান প্রীতি, শ্রদ্ধা ভক্তি, সদ্ভাব একতা স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম মলিন ভাব ধারণ করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন-সমাজের শ্রী সৌন্দর্য্য সকলই অন্তরিত হয়—ধর্ম্ম হত হইলেই মনুষ্যের সকলই নিহত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের উত্থান অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সকলেই উত্থিত অভ্যুদিত হয়।

বসন্ত-বায়ু-প্রবহনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন শুষ্ক তরুলতা সকল মুকুল-পল্লবে শোভমান হয়, তেমনি দেখ—সকলে প্রত্যক্ষ দেখ—বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে এই ক্ষীণ মলিন পরাধীন বঙ্গবাসীগণের দুর্ব্বল-শরীরে নূতন-বলের আবির্ভাব হইতেছে, অবসন্ন হৃদয়ে নবানুরাগ, নূতন উদ্যম উৎসাহ অবতীর্ণ হইয়া এই শ্রী-হীন বঙ্গ-রাজ্যে এই সমস্ত স্বর্গীয় আনন্দ-উৎসব-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহস্র সহস্র আত্মাকে এক ভাবে এক লক্ষ্যে নিয়মিত করিয়া সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতেছে। এই পাপ-মলিন বঙ্গ-ভূমিতে এক ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে জ্ঞান প্রেম সত্যের সহস্র উৎস উৎসারিত হইতেছে। আজ ঊনচত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি এখানে যথা বিধি বিকীরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উদয়াচল সদৃশ এই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে স্বকীয় মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—উদার ভাবে সকলকে ঈশ্বরের প্রেমালোকে আনয়ন করিতেছেন—নিরপেক্ষ ভাবে সকলের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা

নিবারণ করত অমৃত ধামের প্রতি অগ্রসর করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ভারত ভূমির এক একটি জনপদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্ম-বাদী ব্রহ্মোপাসক নির্ব্বাচন করা দুর্ঘট ছিল, সেই ভারতবর্ষের বঙ্গ-দেশের এখন এমন প্রসিদ্ধ স্থানই নাই যে সে খানে সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক ব্রহ্মোপাসক লক্ষিত না হন। এই পরিমিত গৃহই আজ কত দূর দুরান্তর সমাগত ব্রহ্মোপাসক দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা। এই উনচত্বারিংশ বৎসর মধ্যে নানা উৎপাতের মধ্যেও যেমন বঙ্গ ভূমি এখনও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তেমনি বঙ্গের শিরোভূষণ—ভারতের অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজও নানা উৎপাত উপদ্রবে অবিচলিত থাকিয়া দিন দিন উজ্জ্বল জ্ঞান, উন্নততম সত্য সকল প্রচার করিতেছেন, জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় প্রতি আঘাতেই জ্ঞান প্রেম সত্যে আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। প্রতি প্লাবনেই যেমন ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, তেমনি প্রতি উপপ্লবেই এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সারবান্ ব্রহ্মবান্ হইয়া উঠিতেছেন।

কেন না ব্রাহ্মসমাজ উন্নতি পথে উত্থিত হইবে? কেন না নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন পূর্ণ-প্রভায় দীপ্তি পাইবে? যিনি ত্রিভুবন পরিপালক, তিনি স্বয়ংই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মাতা যেমন সন্তানকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করেন,এবং তাহার ভোজ্য সুধা যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করেন; তেমনি সেই বিশ্ব-জননী তাঁহার অতি যত্নের ধন মানব আত্মাকে স্বীয় নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অনন্ত কালের উপজীবিকা ধর্ম্মকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে মানব! এক বার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন কর; তাঁহার অপার প্রেম, অনুপম স্নেহ অনুভব করিয়া হৃদয়ের ক্ষীণতা দুর্ব্বলতা পরিহার কর। সেই ধৃত-ব্রত সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশঙ্ক হও। তাঁর নদী যেমন ব্যাঘাত পাইলে পর্ব্বত প্রান্তর ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁর সূর্য্য যেমন সূচী-ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া উদিত হয়; তেমনি তাঁর ধর্ম্ম-স্রোত সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চির দিনই প্রবাহিত হইতেছে—তাঁর সত্য-সকল অব্যাহত থাকিয়া নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দীপ্তি পাইতেছে। তিনি ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, চির দিনই বিধান করিতেছেন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

হে পরমাত্মন্! তোমার শরণাগত হইতেছি—তুমি আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মকে উন্নত কর, আমারদের অনুরাগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, তোমার বিশুদ্ধ প্রেমে আমারদের হৃদয়কে পবিত্র কর। এই পৃথিবীতে সত্যের জয় হউক, মঙ্গলের জয় হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক—সকলেই এক মনা হইয়া তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"দিবসের পর দিবস, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ যেমন ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হইতেছে; সেই রূপ এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে হইবে। মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তব্ধ হইয়াই থাকুক; বৃক্ষ ও লতা এক স্থানেই অবস্থান করুক; পশু ও পক্ষী পৃথিবীতেই ঘূর্ণমাণ হউক; কেন না, তাহাই তাহাদের স্বভাব—কিন্তু মনুষ্য অন্যবিধ পদার্থ; মনুষ্যের প্রকৃতি অন্যবিধ; মনুষ্যের গতিও

অন্যবিধ হইবে। মনুষ্যের জীবন ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ কর্ম্ম-ভূমি ও আনন্দের বিহার-স্থান। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন সুন্দর, মনোহর ও প্রীতিকর; প্রভাতের সূর্য্যও সেরূপ মনোহর নহে, বসন্তের পুষ্পও সেরূপ কান্তি-যুক্ত নহে, শরতের চন্দ্রও সেরূপ সুন্দর নহে। যে মৃত্তিকায় সমুদায় জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, মনুষ্যের শরীরে সেই মৃত্তিকাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শরীর ভেদ করিয়া যে জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, তাহা আর কোন পদার্থে দৃষ্টি-গোচর হয় না। মনুষ্যের মুখশ্রীতে যে মহত্ত্বের চিহ্ন-সকল প্রকটিত হইয়া আছে, তাহাই মনুষ্যকে পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তিনি পৃথিবীর রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পরিচারণা করিতেছে—তথাপি তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাঁহার উন্নত আশার নিকট পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ অতীব ক্ষুদ্র বোধ হয়! সেই উন্নত আশাই তাঁহার মহত্ত্বের প্রধান চিহ্ন; সেই তৃপ্তির অভাবই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ; বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার যে ব্যগ্রতা, তাহাই তাঁহার অলৌকিক জীবনের চিহ্ন; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার স্বাভাবিক গতি। তিনি এ রূপ উন্নতিশীল প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার সংসর্গে নির্জীব পৃথিবীও দিন দিন উন্নত বেশে অলংকৃত হইতেছে।

মনুষ্যের গতি কেন এ প্রকার হইল? পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর জীবনের আদর্শ হইয়া প্রতি মনুষ্যের অন্তরে বিরাজমান আছেন। মনুষ্য জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, সেই আদর্শের সহিত আপনার জীবনের মিল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এক বার পৃথিবীর পৃষ্ঠোপরি সমুদায় লোকালয় চিন্তা করিয়া দেখ, কেহই নিশ্চিন্ত নাই, কেহই নিষ্কর্ম্মা নাই; সকলেই ব্যস্ত, সকলেই ধাবমান। সম্রাটের প্রাসাদ, কৃষকের শস্য ক্ষেত্র, ছাত্রের বিদ্যালয়, পণ্ডিতের পুস্তকাগার, বণিকের বিপণি ও শিল্পীর শিল্পশালা অনুসন্ধান কর; সকলেই সেই হৃদয়গত আদর্শে উত্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। মধুমক্ষিকা জগতের কি উপকার করিতেছে, না জানিয়াই যেমন মধুচক্র নির্ম্মাণ ও মধু সঞ্চয় করে; সেই রূপ অনেকে কোথায় যাইতেছি এবং কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা না জানিয়াই ধাবমান হইতেছে। তাহারা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, কেবল হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে এবং ধন মান ইন্দ্রিয় সুখ প্রভৃতি পার্থিব উপকরণ সকল আহরণ করিয়া সেই ব্যাকুলতা শান্তি করিবার চেষ্টা পাইতেছে। দীন হীন পৃথিবীর কি সাধ্য যে সেই গভীর ব্যাকুলতা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভুত সুখ সমৃদ্ধি, অসুলভ ভোগ সামগ্রী একটি আত্মারও সেই গভীর ব্যাকুলতাতে পর্য্যাপ্ত হয় না। যখন সেই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে, তখন দরিদ্র পর্ণ কুটীর ও সম্রাট্ সিংহাসন সমভাবে পরিত্যাগ করেন। তখন বিদ্বান্ ও মূর্খ সমভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তখন পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে আর্ত্তনাদ করেন। সেই আদর্শের আকর্ষণ এমনি প্রবল যে, তাহার নিকটে পৃথিবীর সমুদায় আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যায়—এবং সেই আদর্শের অনুরোধ এমনি প্রবল যে, তাহার জন্য সমুদায় সংসারই সুন্দর হইয়া উঠে। তাহার আকর্ষণে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে স্বামী পত্নীকে ও পত্নী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে

পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; পৃথিবীর সমুদায় অনুরোধ শিথিল হইয়া পড়ে—এবং তাহারই অনুরোধে পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন ও পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন। তাহারই অনুরোধে জায়া পতী পরস্পরে প্রেম বন্ধন করেন। তাহারই অনুরোধে সমুদায় সংসার প্রণয় ভাজন হয়। সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নিমগ্ন থাকেন। প্রভাতের সূর্য্যে, শরতের চন্দ্রে ও বসন্তের পুষ্পে সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই কবি তাহাতে আসক্ত হন। জ্ঞানবান্ গুরু, ন্যায়বান্ রাজা, পরহিতৈষী দয়ালু ও ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু সেই আদর্শের আভাস ধারণ করেন বলিয়াই লোকের হৃদয় আকর্ষণ করেন। যখন দেখি, মনুষ্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মিথ্যার সহিত প্রণয় বন্ধন করিতেছে, সাধুতা ও ভদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে, স্বার্থ পিশাচের চরণ পূজাতে ন্যায় সত্য দয়া ধর্ম্ম বলিদান দিতেছে; তখন হৃদয় কেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে? ইহার এই মাত্র কারণ যে, অন্তরে যে উন্নত আদর্শ নিহিত হইয়া আছে, তাহার সহিত মিল দেখিতে পাই না।

জড় জগৎ ও পশু প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি হইতে প্রবাহিত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন আর মনুষ্য তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া অমনি প্রণত হইল ও তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিল। তিনি আদর্শ হইয়া মনুষ্যের জীবনকে নিয়মিত করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যখনি সেই আদর্শে দৃষ্টিপাত করে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়। ইহাঁরই আকর্ষণে পৃথিবীর মুখ-শ্রী দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে এবং প্রত্যেক মনুষ্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নত হইবে, ন্যায় ও প্রেম বিস্তারিত হইবে, সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রসারিত হইবে এবং ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় প্রতি আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত, প্রেম ও দয়াতে বর্দ্ধিত এবং পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ধামের উপযুক্ত হইবে।

নিভৃত ভাবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আত্মা সেই তাঁহারই সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। যখন আমরা ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির সেবাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হইয়া থাকি, তখন আত্ম বিস্মৃত হইয়া সংসার স্রোতেই মজ্জমান হই; কিন্তু তাহা হইতে অবসৃত হইলেই দেখিতে পাই, আত্মার জ্ঞান তৃষ্ণা, প্রেম পিপাসা তাঁহারই জন্য প্রজ্বলিত হইতেছে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে জীবন ধারণ করিতেছে। যত ক্ষণ সেই সত্য-স্বরূপে উপনীত না হই, তত ক্ষণ জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না; সমুদায়ই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া থাকে। আমি জানিলাম যে, এই সকল জড় পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে এই সমুদায় বস্তু শূন্য আকাশকে পরিপূর্ণ করিল, এ জিজ্ঞাসা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আমি জানিলাম যে এই নির্জীব জড় হইতেই বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল, ইহা কে বুঝাইতে সমর্থ হয়? আমি জানিলাম যে পৃথিবী হইতেই পশু পক্ষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কোথা হইতে তাহাদের মধ্যে মন উৎপন্ন হইল, কার সাধ্য এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করেন? কি প্রকার উপাদানে পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ মনুষ্য বিনির্ম্মিত হইলেন? তাঁহার জ্ঞান স্মৃতি কল্পনা, প্রেম ভক্তি দয়া, আশা ও কামনা কোথা হইতে

উৎপন্ন হইল। কে তাঁহার প্রকৃতিকে উন্নতিশীল করিয়া দিলেন? তাঁহার মুখশ্রীতে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিয়া কেন মনুষ্য অমৃতের জন্য উৎকণ্ঠিত হন? কেন তিনি আপনার সুখ ভোগ সংকুচিত করিয়া অন্যের সুখ বর্দ্ধন করিতে যান? কেন তিনি দুর্ব্বিসহ ক্লেশ রাশি সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হন? ঈশ্বরকে না পাইলে কে এই জ্ঞান পিপাশার শান্তি পূর্ণ করিতে পারে? কে বা এই সকল জিজ্ঞাসা একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে? ইহার জন্য আত্মা স্বভাবতই ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয়। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, সে কোন্ প্রেম-সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে? সংসার কি তাহার প্রেম পিপাশা পূর্ণ করিতে পারে? সংসারের প্রেম ও বন্ধুতার মধ্যে সাংঘাতিক আত্মম্ভরিতা লুক্কায়িত হইয়া থাকে। তুমি যদি সংসারের নিকট প্রেম ও বন্ধুতা চাও, অগ্রে তাহার আত্মম্ভরিতার তুষ্টি সাধন কর; তবে তাহার নিকট শরতের মেঘ তুল্য ছিন্ন ভিন্ন ও অব্যবস্থিত প্রেমের বিন্দু মাত্র লাভ করিতে পারিবে। হায়! হৃদয় কি এই রূপ প্রেমের প্রত্যাশায় ঘূর্ণমান হইতেছে? কখনই না—সে নিভৃত হইয়াই ঈশ্বরের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে এবং সেই প্রেম শিক্ষা করিবার জন্যই এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সমুদায় আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কাহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। রোগীর রোগ যন্ত্রণা, দরিদ্রের অভাব ও শোকাতুরের হৃদয় জ্বালা শত গুণ বর্দ্ধিত হইত, যদি সেই দয়া অন্তরে সান্ত্বনা প্রদান না করিত। অকৃত্রিম বন্ধু, অকৃত্রিম মন্ত্রী, অকৃত্রিম হিতৈষী জনক জননী যখন জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন; তখন পুত্র কোন্ দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সংসারে অবগাহন করেন? জনক জননী স্নেহের পুত্তলিকাগণকে কোন্ দয়ার উপর সমর্পণ করিয়া পরলোক যাত্রা করেন? স্বামী মৃত্যু কালে কোন্ দয়ার উপর আপনার পতিব্রতার ভারার্পণ করিয়া যান? পতিব্রতা তাঁহার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ দয়ার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া শ্মশান হইতে পুনরায় গৃহে গমন করেন। যখন চতুর্দ্দিক বিপৎসাগরে উচ্ছলিত হয়, যখন বন্ধুবান্ধব অসাধ্য ভাবিয়া প্রস্থান করেন, যখন সংসারের সাহায্যে আর কোন প্রত্যাশা থাকে না, তখন মনুষ্য কোন্ দয়ার উপরে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন? যখন পাপী আপনার জঘন্য অবস্থা বুঝিতে পারে, যখন আত্মকৃত পাপাচার স্মরণ করিয়া নরক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে, যখন মর্ত্ত্য লোক আর সান্ত্বনা দিতে পারে না; তখন কোন্ দয়া তাহাকে আশা দান করিয়া জীবিত রাখিতে পারে? আর তাঁহার দয়ার কথা কি বলিতেছি! জীবনের একটি নিমেষও তাঁহার দয়া ব্যতীত অতিবাহিত হয় না। পরোপকারী দয়ালু, শিষ্য-বৎসল আচার্য্য, ভৃত্য-বৎসল প্রভু, সুনিপুণ চিকিৎসক, ন্যায়বান্ রাজা, সেই আদর্শ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়া, সেই দয়াময়ের প্রতিনিধি হইয়া, সকলের দুঃখ মোচনে নিযুক্ত হইয়া আছেন।

সেই সত্য-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষ কৃপা করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতি বল পূর্ব্বক মনুষ্যকে তাঁহারই দিকে লইয়া যাইতেছে। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তিনিই মনুষ্যের পিতা মাতা ও সৌভাগ্যের বিধাতা। তাঁহার প্রেমই আমাদের উপজীবিকা। তাঁহার করুণাই আমা-

দের শোকানলের শান্তি বারি। তিনিই এই সংসার মরুভূমির একমাত্র ছায়া। তাঁহাকে জানাই জ্ঞান শিক্ষার পরিসমাপ্তি। তাঁহাকে প্রীতি করাই সাধু ভাবের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানই আমাদের জ্ঞান শিক্ষার আদর্শ; তাঁহার মঙ্গল ভাবই আমাদের সাধুতা লাভের আদর্শ; তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ। তাঁহার মুক্ত ভাবই আমাদের মুক্তি লাভের আদর্শ। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপ আমাদের পবিত্রতার আদর্শ। তিনি আমাদের জীবনের অনুকরণীয় সম্পূর্ণ আদর্শ। তাঁহারই অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য-সমাজ ব্যাকুল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই পূর্ণ আদর্শে উত্থান করিবার জন্য মনুষ্য জাতি ক্রমাগত প্রস্তুত হইতেছে; এবং পরিণামে প্রত্যেক মনুষ্যই এই লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইবে। পর্ব্বত হইতে নদী-সকল পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যতই ঘূর্ণমাণ হউক, পরিশেষে সমুদ্র ব্যতীত সে আর কোথায় বিশ্রাম পাইবে? মনুষ্যের জীবন-স্রোত সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত যতই পর্য্যটন করুক, পরিণামে সেই পূর্ণ জীবনের সমুদ্রেই তাহার শেষ গতি হইবে—তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের দিন আপনা হইতে কখনই উপস্থিত হইবে না; আমারদিগকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি অবহেলা করি, অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এখন যিনি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন; তিনি জ্যোতির জন্য ব্যাকুলিত হইবেন। যিনি অজ্ঞানের পরিচারণায় নিযুক্ত আছেন, তিনি জ্ঞানের জন্য আর্ত্তনাদ করিবেন। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃংখল পরিধান করিয়া আছেন, সেই শৃংখল ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে। যে স্বেচ্ছাচার সুখের আলয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠিবে। যে পাপাচার সুমিষ্ট বলিয়া সেবিত হইতেছে, তাহাই গরল তুল্য হইয়া হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিবে। যে মিথ্যা ও অন্যায় জীবনের অবলম্বন বলিয়া প্রণয়-ভাজন হইয়াছে, তাহাই বিনাশের হেতু হইয়া উঠিবে। প্রবৃত্তির সেবা এখন যতই সুস্বাদু হউক, স্বেচ্ছাচার এখন যতই মিষ্ট লাগুক, অজ্ঞান এখন যতই সান্ত্বনা দিউক, মিথ্যা এখন লজ্জা ও সম্ভ্রমকে যতই রক্ষা করুক, অন্যায়াচবণ এখন যতই সুখের হউক, এক পলকে সকলই বিপর্য্যস্ত হইবে। তখন দেখিবে, সেই সত্য ব্যতীত আর গতি নাই, সেই প্রেম ব্যতীত আর পথ নাই, সেই ধর্ম্ম ব্যতীত আর উপায় নাই; সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর ভরসা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

পরিশেষে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

## সঙ্গীত।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে
দুখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত,
প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে।
কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরেয় আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে।

---

রাগিণী শাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।
অপরূপ অরূপ, নাহি যে তুলনা, কি বলিব,
কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার
খুলিয়ে।
দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্যরে
তাঁর করুণা, ধন্যরে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-
দুয়ার খুলিয়ে।

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার। হৃদি জাগিছে
শত শত বার।
না শোভে চপলা, রবি ইন্দু কলা, লুকালো
কোথা তারা সবে,সব শোভা তাঁর।
হৃদ-কমল-দল-রাজি-আসন বিছায়িছে, এ-
সহে।
চিত্ত-বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন, কোথা আর
রজনীর আঁধার।

---

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা।
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত কর-যোড়ে।
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে।

---

## তত্ত্ববিদ্যা।

সাধন-প্রকরণ।

চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন, এই যে তিনটি সাধনাঙ্গ, ইহার মধ্যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবির্ভাব হইতে আত্ম-গত ভাবের দিকে, যত্নের গতি আত্ম-গত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে, এবং স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের দিকে। ৯।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এ-খানে বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, শুদ্ধ কেবল আবির্ভাব মাত্র-টিতে আমারদের চিন্তা স্থ-গিত থাকিতে পারে না, আবির্ভাব উপলক্ষ্য মাত্র, ভাবই চিন্তার প্রকৃত লক্ষ্য। এখানে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, চিন্তা যেমন আবি-র্ভাবের মধ্যে ভাবের অন্বেষণ করে, যত্ন সেই রূপ ভাব হইতে আবির্ভাব কল্পনা করে; ইহার একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে, তাহা হইলে আর প্রমাণের প্রয়োজন থা-কিবে না। একটা অট্টালিকা দৃষ্ট হইলে, তাহা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার অন্বেষণ-কার্য্যে চিন্তারই কেবল অধিকার; কিন্তু সেই ভাবানুসারে একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, তাহা যত্ন ভিন্ন চিন্তাতে করিয়া কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যথা;—কোন অট্টালিকার স্তম্ভ-শ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইলে, চিন্তা তাহাদের মধ্যে সমতা-র ভাব উপলব্ধি করে, এবং কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ কালীন যত্ন সেই সাম্যভাবানুসারে স্তম্ভ-শ্রেণী সংস্থাপন করে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবি-র্ভাব হইতে আত্মগত ভাবের দিকে, এবং যত্নের গতি আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে। এই রূপ, চিন্তা এবং যত্ন, এ দুই ব্যাপার যদিও পরস্পরের বিপ-রীত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি উভয়ের মধ্যে এ রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে চিন্তা ব্যতিরেকে যত্ন সম্পন্ন হইতে পারে না এবং যত্ন ব্যতিরেকেও চিন্তা সম্পন্ন হইতে পারে না; যেমন গতি, বাধার বিপরীত পক্ষ হইলেও, জড়-পিণ্ডগত বাধার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ চিন্তা, যত্নের

বিপরীত পক্ষ হইলেও, যত্নের সঙ্গ ছাড়িয়া তিলার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের দিকে। চিন্তার আতিশয্য হইলে, স্পৃহা যত্নের দিকে ভর দেয়, এবং যত্নের আতিশয্য হইলে চিন্তার দিকে ভর দেয়, এই রূপে উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; যেমন নিশ্বাসের আতিশয্য হইলে প্রশ্বাসের দিকে এবং প্রশ্বাসের আতিশয্য হইলে নিশ্বাসের দিকে, অথবা বিশ্রামের আতিশয্য হইলে ব্যায়ামের দিকে এবং ব্যায়ামের আতিশয্য হইলে বিশ্রামের দিকে, স্পৃহা সহজে ধাবিত হয়,—সেই রূপ। চিন্তা, ভাবকে আবির্ভাব হইতে পৃথক্ করে; যত্ন, আবির্ভাবকে ভাব হইতে পৃথক্ করে; কিন্তু স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখে না; যথা;—অন্তঃকরণের আনন্দ এবং বদনের প্রফুল্লতা অথবা অন্তঃকরণের দুঃখ এবং নয়নের অশ্রু, এই প্রকার ভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে যে এক স্পৃহার স্রোত যাতায়াত করিতে থাকে, তাহার পথে ব্যবধান নিক্ষেপ করা সহজ নহে।

পুনশ্চ, যত্ন সহকারে আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাব কল্পনা করিতে হইলে যে হেতু উদ্যমের পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, এই হেতু চিন্তা সহকারে সেই কল্পিত আবির্ভাব হইতে ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে, উদ্যমের বিপরীত পথ, শান্তির পথ, অবলম্বন করা আবশ্যক হয়;—উদ্যমের পথে যেমন যত্ন স্ফূর্ত্তি পায়, শান্তির পথে সেই রূপ চিন্তা স্ফূর্ত্তি পায়। আমরা উদ্যম অবলম্বন করিলেই ভাব হইতে আবির্ভাবের দিকে অবনত হই, এবং প্রশান্তি অবলম্বন করিলেই আবির্ভাব হইতে ভাবের দিকে আকৃষ্ট হই। অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রশান্তি এবং উদ্যম উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সহজ ভাব অবলম্বন করিলেই আমরা ভাব এবং আবির্ভাব উভয় কুলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করি। আমাদের স্পৃহা কি চায়?—এত শান্তি নহে যে, তদ্বশাৎ সকলই পুরাতন থাকিয়া যায়! এবং এত উদ্যম ও নহে যে, তদ্বশাৎ সকলই নূতন হইয়া উঠে! পরন্তু অব্যবহিত সোপান পদ্ধতি ক্রমে পুরাতন হইতে নূতনে উত্থান করিতে হইলে, তাহারই জন্য যত টুকু শান্তি এবং যত টুকু উদ্যম আবশ্যক হয়, তাহাই স্পৃহনীয়।

---

মনঃ কল্পিত আবির্ভাবের সম্বন্ধে যে রূপ—জীবাত্মা, জগৎ রূপ আবির্ভাবের সম্বন্ধে অনন্তগুণে সেই রূপ পরমাত্মা; এবং আত্মার সম্বন্ধে যে রূপ মনঃ কল্পিত বিষয়, পরমাত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ জগৎ; ইত্যাদি সূত্রে পরমাত্মার অপরিমিত জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল ভাবের পরিচয় যাহা আমরা সহজে প্রাপ্ত হই, তাহাই আমারদের যৎপরোনাস্তি শিরোধার্য্য। ২।

ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহা আমারদের জীবাত্মাতে পরিমিত রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; যথা—ভাব এক, আবির্ভাব অনেক; ভাব বস্তু, আবির্ভাব গুণ; ভাব কারণ, আবির্ভাব কার্য্য; এই প্রকার সম্বন্ধ প্রতি আত্মাতেই স্থূল রূপে অনুভূত হয়। কিন্তু কার্য্য কারণ প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধ-সকলের এ রূপ ব্যাপক ভাব যে, "আমাতেই আছে অন্য কোথাও নাই" উহারদের সম্বন্ধে এ রূপ কথা বলিতে কেহই অধিকারী নহে; যেহেতু কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধসকল জগতের সর্ব্বত্রই অবশ্য-রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে। মনঃকল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যে রূপ—কারণ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহি-

র্ব্বিষয় সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্ত-গুণে সেই রূপ; এই রূপে কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল যাহা আমারদের জীবাত্মাতে আপাততঃ স্থূল-রূপে অনুভূত হয়, তাহার অসীম বিস্তার এবং গভীরতা পরমাত্মার সাক্ষ্য না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। "জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা"—এ রূপ বলাতে আত্মার সম্বন্ধেই পরমাত্মাকে বুঝায়, যেহেতু আত্মাই জগতের নখ-দর্পণ স্বরূপ। বন, উপবন, গিরি, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র, ইহারদের কোনটিকেই জগৎ বলিতে পারা যায় না, পরন্তু সকলের সমষ্টিকেই কথঞ্চিৎ রূপে জগৎ বলা গিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত সকল বস্তুর সমষ্টিকেই বা কি রূপে জগৎ বলা যাইবে? কেন না জগৎ শব্দের অর্থ এক মুহূর্ত্তেই আমাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু সকল বস্তুর সমষ্টি করিতে গেলে বহুকালেও তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব সকল বস্তুর সমষ্টি ভিন্ন, জগৎ শব্দ বলাতে, আরো কিছু বুঝায়। যত পদার্থ আছে এবং হইতে পারে, এক মাত্র চেতন পদার্থই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ; কেন না যে কোন বস্তু যাহার নিকটে প্রকাশ পায়, আত্মার যোগেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মাকে যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে পাকত সমুদায় জগৎকেই আয়ত্ত করিতে পারি; কেন না কি গিরি কি নদী কি বন কি উপবন কি চন্দ্র কি সূর্য্য কি আকাশ কি কাল, সকলেরই ভাব আত্মা আপনাতে ধারণ করে;—সকলের ভাব যদি আপনাতে ধারণ না করিবে, তবে উহা কি রূপে, গিরির সহিত গিরি রূপে, নদীর সহিত নদী রূপে, সকলেরই সহিত সকল রূপে যোগ দিতে সমর্থ হইবে। এই রূপ যদি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে জগৎ বলা যায়, তবে জগৎ বলিলে আত্মাকে বুঝাইবার কোন বাধা নাই, কেন না আত্মাই জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ, আত্মাই ক্ষুদ্র জগৎ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনঃ-কল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যেরূপ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহির্ব্বস্তু সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ; ইহার শেষাংশের পরিবর্ত্তে এক্ষণে যদি বলা যায় যে, আত্মার সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ, তবে কেবল বাক্য মাত্রেরই পরিবর্ত্তন হয়, অর্থের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

"আমি" বলিলে যে আত্মাকে বুঝায়, তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা জড়-ভাব দ্বারা ওত প্রোত;—জীবাত্মার চিন্তা সংশয় দ্বারা, স্পৃহা অভাব দ্বারা, যত্ন আলস্য দ্বারা ওত প্রোত। এই জড়ভাবাশ্রিত জীবাত্মার মধ্য হইতে যে এক পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা শরীরী, পরমাত্মা অশরীরী, জীবাত্মা অপূর্ণ-আত্মা, পরমাত্মা পূর্ণ আত্মা; জীবাত্মা জড়ময় আত্মা, পরমাত্মা অসঙ্গ নির্লিপ্ত কেবলাত্মা। অসীম আকাশ মূলে না থাকিলে যেমন খণ্ড আকাশ থাকিতে পারে না, সেই রূপ পূর্ণ-আত্মা মূলে না থাকিলে অপূর্ণ-আত্মা থাকিতে পারে না, যে হেতু অপূর্ণ-আত্মা পূর্ণ আত্মারই প্রতিকৃতি। যিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং মুক্ত, তাঁহারই প্রভাবে আমারদের এই পরিমিত আত্মা কতক পরিমাণে এক, সদ্ভাব-সম্পন্ন, এবং স্বাধীন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। পরমাত্মা যদি অদ্বিতীয় না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন এক হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি পূর্ণ না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন সদ্ভাব সম্পন্ন হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি মুক্ত না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন স্বাধীন হইতে পারিত না। কিন্তু আমারদের এই পরিমিত

জীবাত্মার একত্ব, সদ্ভাব এবং স্বাধীনতা লইয়া আমরা কদাপি তৃপ্ত থাকিতে পারি না; পরমাত্মার যে অসীম একত্ব, অসীম সদ্ভাব, অসীম স্বাধীনতা, তাহারই আমরা ভিখারী। পরমাত্মার প্রতি আমারদের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকাতেই আমারদের জীবাত্মার আত্মত্ব, সেই লক্ষ্যকে হারাইলেই আমরা আত্মাকে হারাই, সেই লক্ষ্যকে পাইলেই আমরা আত্মাকে পাই। পরমাত্মা মূলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়াতে আমরা কতক সত্য জানিতেছি; তিনি মূলে পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ হওয়াতে আমরা কতক মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতেছি; এবং তিনি মূলে পূর্ণানন্দে বিরাজ করাতেই আমরা সেই আনন্দের কণা মাত্র উপভোগ করিতেছি; পরমাত্মার সহিত আমারদের আত্মার এই রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতএব "আমরা আপনারা সত্য জানিতেছি, আপনারা সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি, আপনারা আত্ম প্রসাদ উপভোগ করিতেছি" ইহার সঙ্গে সঙ্গে জানা উচিত যে, মূলে পরমাত্মা সেই সত্য জানাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা জানিতেছি, মূলে তিনি সেই সৎকার্য্য প্রবর্ত্তিত করাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং মূলে তিনি অপরিমিত আনন্দে বিরাজমান হওয়াতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা সকলে তাহার কণা মাত্র উপভোগ করিয়া সুখী হইতেছি। এই রূপ, আমারদের জড়ময় অপূর্ণ জীবাত্মার অভ্যন্তরে নিষ্কলঙ্ক ও পরিপূর্ণ আত্মা রূপে পরমাত্মা আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন। আমারদের কর্ত্তব্য যে বৃথা কল্পনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সেই স্বপ্রকাশিত সত্যে দ্বিধা শূন্য অটল বিশ্বাস স্থাপন করি।

প্রথমতঃ আমারদের চিন্তা যত নির্ব্বাত দীপের ন্যায় প্রশান্ত হয়, আমারদের সেই চিন্তার অভ্যন্তরে ততই স্পষ্ট রূপে কেবল-মাত্র জ্ঞান স্বরূপ, অভ্রান্ত অতন্দ্রিত জ্ঞান— যে জ্ঞানে অন্য কোন সামগ্রী মিশ্রিত নাই, যে জ্ঞান পরম পরিশুদ্ধ, সেই অপরিমিত জ্ঞান স্বরূপ আবির্ভূত হন। সে জ্ঞান আকাশে বদ্ধ নহেন, কালেতে বদ্ধ নহেন, পঞ্চভূতে বদ্ধ নহেন, দেহ মনেতেও বদ্ধ নহেন, অথচ এক মাত্র তাঁহারি গুণে, আকাশ কাল পঞ্চভূত দেহ মন সমুদায়ই প্রকাশ পাইতেছে। সেই অতীন্দ্রিয় নিষ্কলঙ্ক স্বপ্রকাশ জ্ঞান কায়ে কায়েই যৎপরোনাস্তি সত্য রূপে শিরোধার্য্য; কেন না যিনি আপনি স্বপ্রকাশ এবং সমুদায়কেই প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় সত্য আর কে?

দ্বিতীয়তঃ আমারদের যত্ন যত অপরাজিত রূপে বাধা বিঘ্ন অতিক্রমণে উদ্যত হয়, ততই সেই যত্নের অভ্যন্তরে পরমাত্মার অনলস মঙ্গল ভাব এবং অমোঘ সাহায্য দীপ্তি পাইতে থাকে। অগ্রবর্ত্তী সমর-প্রবৃত্ত সেনাগণের ছিন্ন ভিন্ন দলকে, সেনাপতি যেমন সময়ে সময়ে অনু-সমৃত সেনা-দল দ্বারা পরিপোষিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের অজস্র শুভ ইচ্ছা আমাদের সাধু ইচ্ছাতে সময়ে সময়ে নবোদ্যম স্ফুরিত করিয়া তাহাকে অবসন্ন হইতে বারণ করে। বায়ুর আঘাতে দাবানল কখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সেই রূপ আমাদের সাধু ইচ্ছা বাহির হইতে যত কেন আঘাত প্রাপ্ত হউক না, তাহাতে সে ইচ্ছা নির্ব্বাপিত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগবতী হইয়া উঠে; কেন না পরমাত্মা আমারদের শুভ ইচ্ছাতে নিয়তই আহুতির সঞ্চার করিতেছেন।

এক দিকে পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্ঞান জ্যোতি আনন্ত্যে অবস্থৃত হইয়া সত্যের পরাকাষ্ঠা রূপে দীপ্তি পাইতেছে, অন্য দিকে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাব পরিমিত জগতে

সর্ব্ব শক্তি সহ কেন্দ্রীভূত হইয়া নিখিল জগৎ কার্য্য যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছে। এই রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, পরমাত্মা কেবল উদাসীন জ্ঞান স্বরূপ নহেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগ্রত মঙ্গল স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ স্পৃহা—চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ের মধ্যস্থলে। স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব, চিন্তা এবং কার্য্য, উভয়কে কর-যোড়বৎ যোড়ে মিলিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের প্রার্থী হইলে, চিন্তা ঈশ্বরের গুণ স্মরণ করত এই রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করে যে, ইহাঁকে পাইলেই আমারদের সকল অভাব দূর হয়। এই প্রকার জ্ঞানের উদ্রেকে আমারদের স্পৃহা অর্দ্ধ চরিতার্থ হয়। পশ্চাৎ যখন সেই জ্ঞানানুসারে আমরা ঈশ্বরকে কার্য্যতঃ লাভ করি, তখন আমা-দের স্পৃহা যথোচিত রূপে চরিতার্থ হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে জ্ঞান, অন্য দিকে কার্য্য, এই দুই বাহুর সহিত সামঞ্জস্য মতে হৃদ্গত ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়। জ্ঞান যখন লক্ষ্য স্থির করে, তখন স্পৃহার একটি মাত্র পদ আনন্দ-সোপানে নিহিত হয়, পশ্চাৎ ইচ্ছা যখন সেই স্থির-লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে, তখন স্পৃহার উভয় পদ উক্ত সোপানে সমুত্থিত হওয়াতে তাহা সর্ব্বাঙ্গসমেত চরিতার্থ হয়। এই রূপে আমাদের আত্মা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করে।

যাহা বলা হইল সমুদায় একত্র করিয়া এই রূপ পাওয়া যায়;—চিন্তাকে প্রশান্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অটল জ্ঞান-জ্যোতি অনুভব করিতে হইলে, বিষয় বাধা অতিক্রমণ কার্য্যে উদ্যমের সহিত যত্ন নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, এবং সেই যত্নের সহায় রূপে পরমাত্মার অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা দীপ্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মা কেবল সাধ-নের লক্ষ্য মাত্র নহেন, তদ্ব্যতীত তিনি সাধ-নের সিদ্ধি-দাতা; এই রূপে সাধক সমক্ষে তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গল উভয়ই একত্রে প্রতি ভাত হইতে থাকে। কিন্তু, প্রশান্ত চিন্তা হইতে উদ্যমশীল যত্ন, এবং উদ্যমশীল যত্ন হইতে প্রশান্ত চিন্তা, আমারদের মনের এই যে স্পন্দন, ইহা কিসের গুণে সুচারু রূপে চলিতে থাকে? ইহার উত্তর এই যে, স্পৃহার গুণে; বাষ্প না থাকিলে যেমন বাষ্পীয় যান চলিতে পারে না, সেই রূপ স্পৃহা না থাকিলে চিন্তা এবং যত্ন আ-ন্দোলিত হইতে পারে না; আত্মার স্পৃহা ব্রহ্মানন্দের দিকে উন্মুখ থাকাতেই, ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা এবং ব্রহ্ম লাভের যত্ন উভয়ই পর্য্যায়ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে আমাদের স্পৃহা নিবিষ্ট হইলেই আমাদের চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ই সহজ এবং শোভন ভাবে চলিতে থাকে।

পবিত্র সৌন্দর্য্যের স্পৃহা হৃদয়াভ্যন্তরে পরিপোষিত হইলে জ্ঞানাকাশে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক সত্য সকল উদিত হইতে থাকে, এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সৎকার্য্য সকল অঙ্কুরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ আমারদের স্পৃহা বিমলানন্দ হইতে ভ্রষ্ট হইলে যেমন বিষয়া-কর্ষণ-বশতঃ আমারদের মনে অসৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া অসৎ-কার্য্যে পরিণত হয়, সেই রূপ উহা বিমলা-নন্দের সহিত যুক্ত থাকিলে ঈশ্বর প্রসাদ-বশতঃ সৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া সৎকার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। শুদ্ধ কেবল চিন্তা-পরায়ণ হইলে কার্য্যের ত্রুটি হইতে পারে, এবং শুদ্ধ কেবল কার্য্য-পরায়ণ হইলে চিন্তার ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমে নিমগ্ন হইলে, কি চিন্তা কি কার্য্য, তৎকালে যাহা করা যায় তাহাই বৈধ রূপে

শোভা পায় ; যে হেতু বিশুদ্ধ প্রেম-নিকেতনে প্রবেশ করিলে, সচ্চিন্তা এবং সৎকার্য্য উভয়েরই দ্বার যথারীতি পর্য্যায়-ক্রমে সহজেই উন্মুক্ত হইতে থাকে। স্বচ্ছ প্রেম সরসীতে একদিক্ হইতে যেমন জ্ঞানাকাশ সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়, অন্যদিক্ হইতে সেই রূপ সৎকার্য্য রূপ পঙ্কজিনী শোভন রূপে উদ্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সৌরভে আমোদিত করে।

অতএব আমারদের কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বর-স্পৃহার উত্তেজনা অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ চিন্তা-সহকারে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে প্রশান্তভাবে অবসৃত হইয়া পরমাত্মার নিরবলম্ব এবং অনিরুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিতে লক্ষ্য প্রত্যাবর্ত্তন করি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সেই জ্ঞানেতে যে এক অনুপম মঙ্গল ইচ্ছা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ইচ্ছার বলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক যত্নের সহিত সৎকার্য্য সম্পাদন করি, এই রূপ হইলেই আমারদের আত্মার সেই অনিবার্য্য স্পৃহা উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দে বদ্ধমূল হইতে থাকিবে এবং আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে, এই রূপে আমাদের সমুদায় আত্মা ক্রমশঃ উন্নত ও চরিতার্থ হইবে।

---

## কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

### ১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

| | |
|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ৪২৮৳৶ ০ |
| পুস্তকালয় .. .. .. | ২৫৩ (৫ |
| যন্ত্রালয় .. .. | ৪৪০ |
| ডাক মাসুল .... | ৩৮।৶১০ |
| দান .. .. | ৩০৫ |
| গচ্ছিত .... | ১৬৯।/১০ |
| | ১৬৩৪॥৶ ৫ |

ব্যয়

| | |
|---|---|
| মাসিক বেতন | ২৫২॥ ০ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৩৪৩।/১০ |
| পুস্তকালয় .. | ২৬৯।৶ ৫ |
| যন্ত্রালয় .. .. | ২৩১॥৶ ০ |
| ডাক মাসুল .. | ৬৭ ৶ ০ |
| অনিরূপিত .. | ৫১।/ ৫ |
| আলোকের ব্যয় .. .. | ৩০ ৶১০ |
| গৃহ সংস্কার .. .. | ১০০ |
| সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন .. | ৪১ |
| গচ্ছিত .. | ১২০৳/১০ |
| | ১৫০৭।/ ০ |
| আয় .. .. | ১৬৩৪॥৶ ৫ |
| পূর্ব্বকার স্থিত .. | ১৫২।৶ ৫ |
| | ১৭৮৭ /১০ |
| ব্যয় .... .... | ১৫০৭।/ ০ |
| স্থিত .. ... | ২৭৯৳ ১০ |

---

### ১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. ... | ১০ |
| " গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. ... | ১০ |
| " হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. .. | ১০ |
| " গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. .. | ১০ |
| " বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. .. | ৫ |
| " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর .. | ১০ |
| " প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্য হইতে দান প্রাপ্ত | ৩৩ |
| " যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় .. | ১০ |
| " নীলকমল মুখোপাধ্যায় .. | ১০ |
| " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা | ২ |
| " হরনাথ ঠাকুর .. .. | ২ |
| " রসিকলাল পাইন ... .. | ২ |
| " বেচারাম চট্টোপাধ্যায় .. .. | ২ |
| " দীননাথ মণ্ডল ... .. | ২ |
| " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ .. .. | ২ |
| " রাজনারায়ণ বসু .. .. | ২ |
| " রাখালরাজ রায় .. .. | ১ |
| " জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .. | ১ |
| " নন্দলাল সেন .. .. | ১ |
| " ক্ষেত্রমোহন ধর .. .. | ১ |
| " হরিদাস শ্রীমানি .. .. | ১ |
| " বৈকুণ্ঠনাথ সেন .. .. | ১ |
| | ১২৮ |

পূর্ব্ব পৃষ্ঠ হইতে আগত .. ১২৮

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত রমনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় .. .. ২

এক কালিন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. ২৩০

" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ .. ১

২৩১

দানাধারে দান প্রাপ্ত .. ১।৫

৩৬২।৫

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর
ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের বেতন ৩০

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার
আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন,
কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসিক বৃত্তি ৩০

পুস্তক মুদ্রাঙ্কন
লাল কাল অক্ষরে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাপার
অগ্রিম ব্যয় .. .. ২০০

সাম্বৎসরিক দান শিরে ব্যয়।

লাহোরস্থ পত্রিকা গ্রাহক
ক্ষেত্রচন্দ্র বসুর প্রেরিত টাকা
ভুল ক্রমে সাম্বৎসরিক দানে
জমা হইয়াছিল তাহার ব্যয় ১২৸০

২৭২৸০

আয় .. ৩৬২। ৫
পূর্ব্বকার স্থিত . ৩২৭ ৸৴০

৬৯০ ৴৫
ব্যয় .. .. ২৭২৸ ০

স্থিত .. .. ৪১৭।৴৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

## কলিকতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (বাঙ্গলা অক্ষরে) ।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (তাৎপর্য্য সহিত) ৷৷০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত .. ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বিতীয় প্রকরণ ৷৷০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. .. .. ৷৷০
মাঘোৎসব .. .. .. .. . ১
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ৷৷০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ৷৷০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. .. ১৷৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা .. .. ৶০
ব্রহ্মোপাসনা .. .. .. .. ৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র .. ... .. ... ৴১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা .. .. .... ৴০
ধর্ম্ম-শিক্ষা .. .. .. .. ৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে ৵০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র ।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. ... .. ... .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ .. .. .. .. ৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত .. .. ৴০
ব্রহ্ম সঙ্গীত .. .. .. ।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... .. .. ৴১০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ৴০
ব্রাহ্মব্যবহার .. ... .. .. ৴০
দুর্গোৎসব ... .. ... .. ৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. ৴১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা .. .. ৴০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯ শকের। প্রতি শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য .... .... ৫ টাকা

## বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০ চৈত্র রবি বার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময়ে

এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ বৈশাখ সোম বার প্রাতে ৫ ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১১ ফাল্গুন রবিবার।

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

চৈত্র ১৭৯০ শক।

৩০৪ সংখ্যা | ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯
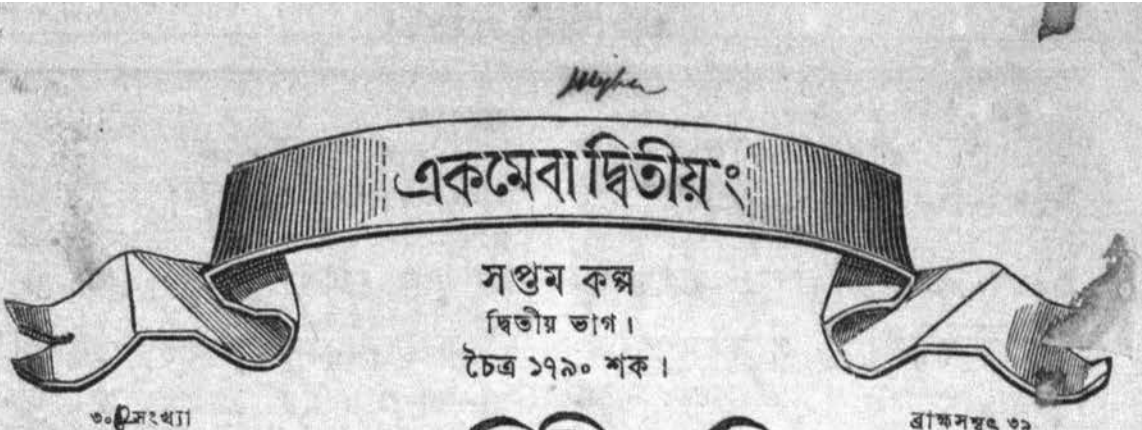
# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

---

## বিজ্ঞাপন

### বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০ চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে—

এবং

### নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১ বৈশাখ সোম বার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

---

## ঋগ্বেদ সংহিতা।

---

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১৩৩

৬। রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং যজ্ঞস্য কেতুর্মন্মসাধনো বেঃ। অমৃতত্বং রক্ষমাণাস এনং দেবা অগ্নিং ধারযন্ দ্রবিণোদাং।

৬। যঃ অগ্নিঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'বুধ্নঃ' মূলভূতঃ আহুতিদ্বারা সর্ব্বেষাং ধনানাং কারণত্বাৎ। 'বসূনাং' নিবাসহেতূনাং ধনানাং 'সঙ্গমনঃ' সঙ্গময়িতা স্তোতৄণাং প্রাপয়িতা 'যজ্ঞস্য' দর্শপূর্ণমাসাদেঃ 'কেতুঃ' কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা 'বেঃ' আত্মানং অভিগচ্ছতঃ পুরুষস্য 'মন্মসাধনঃ' মননীয়স্য অভিলষিতস্য সাধয়িতা 'অমৃতত্বং' স্বকীয়ামরত্বং 'রক্ষমাণাসঃ' পালয়ন্তঃ 'দেবাঃ এনং ধনস্য দাতারং 'অগ্নিং' ধারয়ন্তি।

৬। যে অগ্নি ধনের মূল স্বরূপ, নিবাসহেতুভূত ধনের প্রাপক, যজ্ঞের জ্ঞাপক, আত্মনিষ্ঠ পুরুষের অভীষ্ট সাধক, অমর দেবগণ সেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩৪

৭। নূচ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাং। সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরের্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং।

৭। 'নূ চ' অদ্য অস্মিন্ কালে 'পুরা চ' 'রয়ীণাং' সর্ব্বেষাং ধনানাং 'সদনং' আবাসস্থানং 'জাতস্য' উৎপন্নস্য কার্য্যজাতস্য 'জায়মানস্য' উৎপদ্যমানস্য চ 'ক্ষাং' নিবাসয়িতারং 'সতঃ চ' সর্ব্বত্র বিদ্যমানস্বভাবস্য নিত্যস্য চ আকাশাদেঃ 'ভবতশ্চ' সত্তাং প্রাপ্নুবতঃ 'ভূরেঃ' অসংখ্যাতস্য অন্যস্য চ ভূতজাতস্য 'গোপাং' গোপায়িতারং রক্ষিতারং 'দ্রবিণোদাং' ধনপ্রদং এবংগুণবিশিষ্টং অগ্নিং 'দেবাঃ' 'ধারয়ন্' হবির্বোঢ়ৃত্বেন ধারয়ন্তি।

৭। দেবগণ অতীত ও বর্ত্তমান কালে ধনের আবাস স্থান, উৎপন্ন ও উৎপদ্যমান কার্য্যের নিবাসয়িতা, নিত্য আকাশাদি ও ভূত সমূহের রক্ষিতা ধনপ্রদ অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩৫

৮। দ্রবিণোদা দ্রবিণসস্তুরস্য দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্র যংসৎ। দ্রবিণোদা বীরবতীমিষং নো দ্রবিণোদা রাসতে দীর্ঘমায়ুঃ।

৮। 'দ্রবিণোদাঃ' দ্রবিণস্য ধনস্য বলস্য বা দাতা অগ্নিঃ 'তুরস্য' ত্বরমানস্য 'চলতঃ' জঙ্গমস্য 'দ্রবিণসঃ' বলস্য ধনস্য বৈকদেশং 'প্রযংসৎ' অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু তথা 'দ্রবিণোদাঃ' 'সনরস্য' সননীয়স্য সম্ভজনীয়স্য স্থাবররূপস্য ধনস্য একদেশং প্রযচ্ছতু। অপিচ 'দ্রবিণোদাঃ' 'বীরবতীং' বীরৈঃ পুত্রাদিভিঃ যুক্তাং 'ইষং' অন্নং 'নঃ' অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু তথা 'দ্রবিণোদাঃ' 'দীর্ঘং' 'আয়ুঃ' অস্মভ্যং 'রাসতে' প্রযচ্ছতু।

৮। অগ্নি ধন ও বলের দাতা। তিনি আমাদিগকে জঙ্গম বলের এক দেশ এবং সম্ভজনীয় ধনের এক দেশ প্রদান করুন। তৎপরে ধন পুত্র ও দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন।

১১৩৬

৯। এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি ভাহি। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ৪।

৯। ব্যাখ্যাতেয়ং পূর্ব্বসূক্তে। অক্ষরার্থস্তু হে শোধক 'অগ্নে' এবং অস্মাভির্দ্দত্তেন সমিদাদি দ্রব্যেন 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ সন্ নোঽস্মাকং ধনযুক্তায় অন্নায় বিশেষেণ প্রকাশস্ব। অস্মাকং তদন্নং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তাং রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ। সিন্ধুরপ্‌দেবতা দ্যাবা পৃথিব্যৌ চ মামহন্তাং। ১। ৭। ৪।

৯। হে শোধক অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত সমিদাদি দ্রব্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের অন্নের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন রক্ষা করুন। ১। ৭। ৪।

---

## এলাহাবাদ ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

রবিবার ১৯ সে আশ্বিন ১৭৯০ শক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। এই অসীম শূন্য শূন্য নহে, সেই জ্যোতির জ্যোতি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা সর্ব্বদা অমৃতসাগর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি; হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই অমৃত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মুখে তুলিয়া পান করিলেই হয়, কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য, তাহা আমরা পান করিতে সক্ষম হই না। সে অমৃত পানের প্রতিবন্ধক কি? রিপুগণের প্রবলতা। দুরন্ত রিপুগণ আমাদের আত্মার উপর নিরঙ্কুশাধিপত্য করিতেছে। আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হইতেছি; আমরা যদি আত্মা রূপ তরণী এক হস্ত পরিমাণ ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাই,

প্রবৃত্তির স্রোত আমাদিগকে শত হস্ত পরিমাণ পশ্চাৎদিকে লইয়া ফেলে। ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা রিপুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমরা অধিক ব্যগ্র। কোথায় রিপুগণ আমাদের দাস হইয়া থাকিবে, তাহা না হইয়া প্রভুবৎ আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাহাদের প্রলোভন অতিক্রম করা আমাদের অতীব দুষ্কর বোধ হয়। কেমন মনোহর বেশে প্রত্যেক রিপু তাহার মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিতেছে। পুষ্পমালায় সুসজ্জিত কাম সুমধুর সুকোমল মনোহর গীতি গান করিয়া পুষ্পময় পথে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু সেই পুষ্পময় পথে কি সর্প লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। ক্রোধ, শাণিত তরবারি আমাদিগের হস্তে দিয়া বৈর নির্যাতনের সুখ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছে। লোভ, ধন-মান-যশ উপার্জ্জন জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবার উপদেশ প্রদান করিতেছে। কখন কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রার ছবি প্রদর্শন করিতেছে, কখন বা বৃহদায়তন রাজ্য লাভের আশার উদ্রেক করিতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ মুখ-নিঃসৃত প্রশংসা ধ্বনি কল্পনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ পদানত লোকের চিত্র মনের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে। মোহ, ঈশ্বর-বিস্মরণকারি মদিরার পাত্র হস্তে লইয়া আমাদিগকে তাহা পান করিতে বলিতেছে, কহিতেছে "অয়ং লোকঃ নাস্ত্যপরঃ" এই লোকই সর্ব্বস্ব, পরলোক নাই। এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে তাহার অনুবর্ত্তি করিতেছে এবং সংসারে নিতান্ত আসক্ত করিয়া ফেলিতেছে। চর্ম্মময় কোষকে ফুৎকার দ্বারা বালক যেমন স্ফীত করে সেই রূপ মদ বৃথা গর্ব্ব দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে স্ফীত করিতেছে। ধনী মানী জ্ঞানীর অগ্রগণ্য বলিয়া মনুষ্যকে নিজের নিকট প্রতীয়মান করাইতেছে। সাংসারিক সম্পদই প্রকৃত সুখের আকর এই সম্মোহন মন্ত্র কর্ণকুহরে প্রদান করিয়া মাৎসর্য্য আমাদিগকে পরশ্রীতে কাতর করিতেছে।

রিপু সকল এই রূপ কুটিল বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পরাজয় করা দুষ্কর। যখন তাহারা উল্লিখিত কুটিল বেশ অপেক্ষা কুটিলতর বেশ ধারণ করে, তখন তাহাদিগকে পরাজয় করা আরও দুষ্কর হয়। রিপু সকল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন করে।

আমাদিগের দেশে ও অন্যান্য দেশে কত লোকে মহা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় কামাচরণকে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিতেছে। ক্রোধপরবশ হইয়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে বিদ্বেষ নয়নে দর্শন করিতেছে;—এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে নিগ্রহ প্রদান করিতেছে, এমন কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইতেছে। তাহারা বিবেচনা করে না যে মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, তাহাদিগের নিজের যেমন স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে, তেমনি অন্য লোকেরও স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে। আরো দুঃখের বিষয় যে, দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যত সাদৃশ্য অল্প, যত প্রভেদের জন্য তাহাদিগের পরস্পর তত বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়। তাহারা বিবেচনা করে না যে দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ঠিক এক সমান হইতে পারে না, তেমনি দুই মনুষ্যের ধর্ম্মমত ঠিক এক সমান হইতে পারে না। তাহারা বিবেচনা করে না ধর্ম্মমতের প্রভেদ থাকিলেও দুই মনুষ্যের প্রণয়ের ব্যাঘাত হইতে পারে না।

তাহারা বিবেচনা করে না যে যখন আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে প্রণয়ের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে,তখন পরস্পর নিকট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদিগের কেন না প্রণয় হইতে পারে ?

লোভ ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই আমার খ্যাতি ঘোষণা করিবে, স্বধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপর প্রভুত্ব করিব—তাহারা পদানত থাকিবে—তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিব—তাহাদিগের মনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমার একান্ত বশবর্ত্তী করিব, লোভ ধার্ম্মিকের মনে এই সকল লালসার উদ্রেক করায়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই প্রকার লোভে আক্রান্ত হইয়া আপনার ও অন্যের মঙ্গলের পথে কণ্টক রোপণ করেন। এবম্প্রকারে লোভ সমান ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও অপ্রণয় সঞ্চার করিয়া প্রচুর অনিষ্ট সম্পাদন করে। ধর্ম্মবেশধারি লোভ এক বার প্রবল হইলে কোথায় গিয়া তাহার শেষ দাঁড়ায় তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। এমন কি, পুরাবৃত্তে এ রূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, কোন কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অথবা ধর্ম্মসংস্কারক এই লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া লোকের নিকট আপনাকে পরিচয় দিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

মোহ ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে। আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মামোদকেই ধর্ম্মসাধন বলিয়া মনে করি। সাংসারিক মোহ ধর্ম্ম-রাজ্যেও প্রবেশ করে। এই রূপ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক উপাসনা, উৎসব, বক্তৃতা, ধর্ম্ম-মতের কথা, ধার্ম্মিক লোকের কথা, ও ধর্ম্ম প্রচারের কথা এই সকলকে ধর্ম্ম সাধনের সহকারি না মনে করিয়া, কেবল তাহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন মনে করি, ও নিজ নিজ আত্মার পরিত্রাণ কার্য্য কত দূর সম্পাদিত হইল, তাহা লক্ষ্য করি না, এই রূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও আমরা ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকি।

মদও ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ করে। মদ ধার্ম্মিকের মনে, আমি সকল অপেক্ষা ধার্ম্মিক হইয়াছি এই অহংকার উদ্রেক করিয়া ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক কুশল একেবারে বিনাশ করে। যখনই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে এই রূপ অহংকারের উদয় হয়, নিশ্চয় জানিবে, তখনই তাহার সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। যেমন নৌকা নদী পার হইয়া কোন দুর্ঘটনা বশত তীরের নিকট জলমগ্ন হয়, আধ্যাত্মিক অহংকারের উদ্রেক হইলে ধার্ম্মিকের সেই রূপ দশা হয়। সকল প্রকার অহংকার অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অহংকার ঘৃণাকর।

মাৎসর্য্য ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে আক্রমণ করে। এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্য যদি ধার্ম্মিকতা বিষয়ে অধিক খ্যাতি লাভ করেন, তবে অন্য এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হন ও পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যত দূর ধার্ম্মিক লোকে মনে করে, তত দূর তিনি ধার্ম্মিক নহেন লোকের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয় এবং তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়।

হে পরমাত্মন্! একে রিপু সকল স্বভাবতঃ মায়াবী, তাহাতে তাহারা কুটিলতর বেশ ধারণ করিয়া—ধর্ম্ম বেশ ধারণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। অসুরেরা যতই কুটিলতর বেশ ধারণ করে, ততই আমার ভয় উপস্থিত হয়। এবার

তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমি দুষ্কর জ্ঞান করিতেছি। হে ধর্ম্ম-যুদ্ধের সেনাপতি! আমার হস্ত কম্পিত হইতেছে, ধৃতিরূপ তরবারি তাহা হইতে স্খলিত হইতেছে। এবার বুঝি আমি নিশ্চয় বিনষ্ট হইলাম; আমাকে রক্ষা কর। তোমার উৎসাহকর আশ্বাস-বাক্য দ্বারা আমার মুমুক্ষু আত্মায় নব জীবনের সঞ্চার কর। তুমি সহায় থাকিলে অবশ্য অসুরদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

## হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩০১ সংখ্যক পত্রিকার ৮৬ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুদিগের সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র চারি ভাগে বিভক্ত; বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। এক্ষণে সেই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রকৃতি সংক্ষেপে প্রকটিত করা যাইতেছে।

এই চারি প্রকার ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, বেদ অনাদি কাল বিদ্যমান আছে, ইহার কেহ রচয়িতা নাই। বেদে যখন মনুষ্যের হস্ত নাই, তখন ইহাতে যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই সত্য, একটিও মিথ্যা নহে। যদি বেদের সহিত অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে সেই সকল শাস্ত্রের মত অনাদর করিয়া বেদের মতই গ্রহণ করিতে হইবে। বেদ অনাদি কি না এই বিষয় লইয়া বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের সমাজ হইতে মীমাংসা দর্শন উত্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা বেদের উপর যে সকল সংশয় উপস্থিত করেন, তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া বৈদিক মত রক্ষা করাই মীমাংসকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা বৌদ্ধদিগের মত কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এ রূপ অধীর হইয়া বিচার করিতে বসিতেন, যে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করা তাঁহাদের যে রূপ উদ্দেশ্য ছিল, বেদের প্রকৃত অর্থের প্রতি সে রূপ লক্ষ্য ছিল না। এই স্থলে তাঁহাদের একটি বিচার উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা দর্শন করিলেই, ব্রাহ্মণেরা বেদ রক্ষার নিমিত্ত কি রূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইবে। বেদের মধ্যে মনু, অত্রি, মন্ধাতা ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি ঋষি ও রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি, তাহাতে তাঁহাদের জীবন-চরিত-ঘটিত সুস্পষ্ট ইতিহাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধেরা সেই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই তর্ক উপস্থিত করিল যে, এই সকল ব্যক্তির জন্মগ্রহণের পরে বেদ প্রস্তুত হইয়াছে, নতুবা কি প্রকারে বেদে উহাদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব বেদ কখন অনাদি নহে। ব্রাহ্মণেরা মনু অত্রি প্রভৃতির শব্দার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া উত্তর করিলেন, মনু অত্রি প্রভৃতি শব্দ সকল ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। প্রত্যুত বেদ হইতে এই সকল শব্দ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর কালে মনুষ্য বিশেষের নাম করা হইয়াছে। এই সকল বিচার দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বেদের প্রকৃত অর্থের অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা আর একটি বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে—তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে আমরা শাস্ত্র অনুসারে চলিতেছি; কিন্তু ফলত অজ্ঞা-

তসারে যুক্তির উপরেই অধিক নির্ভর করিতেন। সে যাহা হউক, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল; হিন্দু সমাজে বেদ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়াই পূজিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধদিগের পর আর কোন সম্প্রদায়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। সাংখ্য নামে দর্শন শাস্ত্রের যে সম্প্রদায় উৎপন্ন হন, তাঁহারা যদিও বেদকে পদে পদে পীড়ন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি বাহিরে বেদের সহিত তাঁহাদের বন্ধুতা থাকাতে হিন্দুদিগের মনে কিছুমাত্র বিরাগ সঞ্চার হয় নাই।

বেদ শব্দের অথাশ্রুত অর্থ জ্ঞান; ঈশ্বরের যে জ্ঞান, তাহাই বাস্তবিক বেদ। ঈশ্বরের জ্ঞান অনাদি, নিত্য ও সত্যেতে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রমপ্রমাদ নাই। সুতরাং ঋষিরা জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বরের জ্ঞান দর্শন করিয়া যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই অভ্রান্ত অনাদি ও নিত্য, এই সংস্কারের বশম্বদ হইয়া হিন্দু জাতি বেদের প্রতি অসাধারণ সম্মান করিয়া আসিতেছেন, এবং এই কারণেই যে সকল ঋষি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার রচয়িতা না বলিয়া বেদের ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিচিত আছেন। ঈশ্বরের সত্য দর্শন করিবার সময়ে ঋষিদিগের ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন আন্দোলন হয় নাই; প্রত্যুত ঋষিরাও ঈশ্বরের ন্যায় অভ্রান্ত ছিলেন, ইহাই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ সমর্থিত হইয়াছে। এই জন্য উত্তর কালের স্মৃতিকারেরা এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, যদি বেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যে কোন বিধি অনুসারে চলিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। বেদ কাহাকে বলে, ইহা লইয়া এক সময়ে ঘোরতর বিচার উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে বহু বিচারের পর এই স্থির হয় যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক যে সকল বাক্যরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নামই বেদ। এবং প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি দ্বারা যে উপায় না জানা যায়, তাহা বেদ দ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া ইহার নাম বেদ হইয়াছে [১]।

বেদ চারি প্রকার; ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম সংহিতা অথবা মন্ত্র; অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। এই চারি প্রকার বেদের মধ্যে ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটিই যজ্ঞ কার্য্যের উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদিও যজ্ঞের সহিত অথর্ব্ব বেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি যজ্ঞ কার্য্যে যে সকল বিঘ্ন ও ত্রুটি উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রায় প্রতিযজ্ঞেই অথর্ব্ব বেদের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। ব্রহ্মা নামে যজ্ঞের যে পুরোহিত থাকেন, অথর্ব্ব বেদ তাঁহার পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এই জন্য অথর্ব্ব বেদ অনেক স্থলে ব্রহ্মবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন যে সন্ধ্যা পাঠ করেন, তন্মধ্যেও অনেকগুলি অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; ঋগ্বেদ সংহিতাতে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাই সমুদায় যজ্ঞে পঠিত হইয়া থাকে। সাম বেদ আর কিছুই নহে, ঋগ্বেদ হইতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়া স্বর বিশেষে উচ্চারণ করাতেই সাম বেদ হইয়াছে।

---

১। অত্রোচ্যতে। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকত্বং তাবদদুষ্টং লক্ষণং। অতএবাপস্তম্বো যজ্ঞপরিভাষায়ামেবমাহ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়মিতি। এবং,

অতএবোক্তং। প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা। সায়নাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদসংহিতাতে দুই প্রকার মন্ত্র আছে, এক প্রকার মন্ত্রে ছন্দঃ আছে, আর এক প্রকার মন্ত্রে ছন্দঃ নাই। যাহাতে ছন্দঃ আছে, তাহা ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত; তদ্ভিন্ন সমুদায় মন্ত্র যজুঃ। যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার, কৃষ্ণ যজুঃ ও শুক্ল যজু। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি-সংহিতার টীকাকার মহীধর বেদদীপ নামক টীকাতে এই রূপ লিখিয়াছেন যে, "বেদব্যাস পরম্পরাগত বেদ সকল ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান। একদা বৈশম্পায়ন কোন কারণে যাজ্ঞবল্ক্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার নিকট অধীত বেদ প্রত্যর্পণ কর। যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ যোগ-প্রভাবে সেই সমস্ত বেদ মূর্ত্তিমান্ করিয়া মুখ দ্বারা বিনির্গত করেন। তখন বৈশম্পায়ন অন্যান্য শিষ্যগণকে তাহা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। এই রূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে তৈত্তিরীয় বেদ সকল কৃষ্ণ যজুঃ বলিয়া বিখ্যাত হইল। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য বেদ-হীন হওয়াতে উদ্বিগ্ন হইয়া সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন; তৎপরে সূর্য্য হইতে যে বেদ লাভ করিলেন, তাহা শুক্ল যজুঃ বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই যজুর্ব্বেদসংহিতার শেষ অধ্যায় রাজসনেয়ি-সংহিতোপনিষদ্ ও ঈশোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। কোন কোন স্থানে ছন্দঃও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই সংহিতা হইতে উদ্ধৃত। ব্রাহ্মণভাগকে মন্ত্রভাগের এক প্রকার ব্যাখ্যা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সংহিতাতে যে সকল মন্ত্র আছে, কোন্ কোন্ যজ্ঞে তাহার প্রয়োগ হইবে, তাহাতে যে সকল কঠিন কঠিন শব্দ আছে, তাহার অর্থ কোন্ মুল হইতে উৎপন্ন হইল; সংহিতাতে যে সকল পুরাণ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত পা-ওয়া যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ, পশু ও যূপ প্রভৃতির লক্ষণ; এই সকল লইয়া ব্রাহ্মণ ভাগ রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের শেষ কএক অধ্যায় আরণ্যক বলিয়া বিখ্যাত। এই আরণ্যক অংশকে জ্ঞানকাণ্ড ও অন্যান্য অংশকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া থাকে। মীমাংসক দিগের মতে জ্ঞানকাণ্ড নামে বেদের কোন অংশ নাই; অন্যান্য দর্শনে যাহা জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হয়, মীমাংসা দর্শনের মতে তাহার নাম ভক্তি কাণ্ড[২]। আরণ্যক বেদের শেষ ভাগে আছে বলিয়া তাহার আর একটী নাম বেদান্ত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আরণ্যক নহে; বেদব্যাস প্রণীত শারীরক সূত্র সকলকে বেদান্ত সূত্র ও বেদান্ত দর্শন বলিয়া থাকে।

বেদ অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। হিন্দু-জাতির সংস্কার এই যে, যাহা কিছু, সমুদায়ই বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা অত্যুক্তি নহে। বেদের পর স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, সর্প বিদ্যা, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু হিন্দু জাতির আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পার-

২। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শাণ্ডিল্য সূত্র ও ভক্তিমীমাংসা নামে যে এক শত সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সমস্ত উপনিষদ্ ভক্তিকাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসা দর্শনের অন্যান্য সূত্র সকলের সহিত তুলনা করিলে ভক্তি মীমাংসাকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হইবার পর, ভক্তি মীমাংসার সূত্র সকল যে রচিত হইয়াছে, সূত্রের মধ্যেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মার্থিক ও সাংসারিক বিষয়ের নিয়ামক হইয়া আছে; এক মাত্র বেদকেই তৎসমুদায়ের মূল বলা যায়।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় প্রকার শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলিয়া থাকে। বেদাঙ্গ বেদের মধ্যে না হইয়া স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় স্মৃতি শাস্ত্র। মনুসংহিতাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মের মূল চারি প্রকার; সমস্ত বেদ, বেদজ্ঞদিগের স্মৃতি ও আচার, সাধুগণের আচরণ এবং আত্ম সন্তোষ[৩]। ধর্ম্ম নির্ণয় কল্পে বেদই সর্ব্ব প্রধান। যে সকল ধর্ম্ম বেদে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা বেদজ্ঞদিগের স্মৃতি ও আচার হইতে সঙ্কলন করিতে হইবে। বেদ সকল নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ার পর কালক্রমে তাহার অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়া যায়; উত্তর কালের মহর্ষিরা সেই সকল বিলুপ্ত শাখা স্মরণ করিয়া যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম স্মৃতি। স্মৃতিতে কেবল যে বিলুপ্ত শাখার ধর্ম্ম সকলই উক্ত হইয়াছে এ রূপ নহে; যে সকল বেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্মৃতি শাস্ত্র তাহা হইতেও সংকলিত হইয়াছে। এই রূপে স্মৃতি সকল বেদমূলক হওয়াতে বেদতুল্য মাননীয় হয়। কিন্তু যেখানে বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ আছে, সেখানে স্মৃতির বিধি উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেদাঙ্গ সকল স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই ছয় প্রকার বেদাঙ্গের মধ্যে কল্প ও জ্যোতিষ এই দুই খানিই হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস নিরূপণের উপযোগী, এই দুয়ের মধ্যে কল্পই অধিক আবশ্যক। বহু বিস্তৃত বেদ হইতে যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা সকল সংকলন করিয়া সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করাই কল্প সূত্র রচনার উদ্দেশ্য। যাহাতে বেদোক্ত বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম সকল উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম শ্রৌত সূত্র; যাহাতে বিবাহাদি গৃহ কর্ম্ম সকল আছে, তাহার নাম গৃহ্য সূত্র। এতদ্ভিন্ন সাময়াচারিক নামে কতকগুলি সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে সামাজিক আচার ব্যবহার সকল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত স্মৃতি সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এই ত্রিবিধ সূত্র সকলই তাহার মূল। এই সকল সূত্র হইতে বেদোক্ত যাগ যজ্ঞ, বিবাহাদি গৃহ্য কর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সামাজিক আচার ব্যবহার সকল অনুষ্টুপ্ অথবা অন্যবিধ ছন্দে কিংবা বিষ্ণু সংহিতার ন্যায় গদ্যে পদ্যে গ্রথিত হইয়া স্মৃতি সংহিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রৌত সূত্র প্রভৃতি সূত্র সকল সংকলিত হওয়াতে যেমন বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ ভাগ নিষ্পীড়ন করিয়া যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আহরণ করিবার পরিশ্রম হ্রাস হইয়া যায়, সেই রূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি সকল প্রস্তুত হওয়াতে এই সুবিধা হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক এক সূত্রগ্রন্থ হইতে এক এক বিষয়ের ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে হইত, এক্ষণে স্মৃতি সংহিতা হইতেই সমুদায় ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ অধিকাংশ স্মৃতিসংহিতা ছন্দোবদ্ধ হওয়াতে স্মরণ রাখিবার পক্ষেও যথেষ্ট আনুকূল্য হইল। গৃহ্য সূত্র হইতে গৃহস্থোচিত কর্ম্মের ও সাময়াচারিক সূত্র হইতে সামাজিক আচার ব্যবহার সংকলন করা স্মৃতি সংহিতার যে রূপ উদ্দেশ্য, শ্রৌত সূত্র হইতে দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি বৈতানিক কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া সে রূপ উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য স্মৃতি সংহিতাতে গৃহ্য কর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিধি নিষেধই প্রাপ্ত হওয়া যায়; বৈতানিক

৩। বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং। আচারশ্চৈব সাধূনাং আত্মনস্তুষ্টিরেবচ।

কর্ম্মের বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, স্মৃতি সংহিতার সময়ে বৈতানিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান অপ্রচলিত হইয়াছিল, অথবা তাহা গৃহ্য কর্ম্মের ন্যায় আবশ্যক বলিয়া পরিগণিত ছিল না। কোন কোন স্মৃতি সংহিতাতে পৌরাণিক মত সকলও বিধিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, স্মৃতি সংহিতার মধ্যে কেবল মনুসংহিতা প্রভৃতি কএক খানি গ্রন্থ অখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; অন্যান্য স্মৃতির যে সকল পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখিলেই অসংপূর্ণ বোধ হয়। বিশেষতঃ বৃহস্পতি সংহিতা ও আরও কএক খানির বোধ হয় এক এক অধ্যায় মাত্র একত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঊনিশ খানি স্মৃতি সংহিতা মুদ্রিত করেন, প্রায় তাহার সকলগুলিই এই রূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত; এমন কি রঘুনন্দন প্রভৃতি নব্য গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে বৃহস্পতি বশিষ্ঠ প্রভৃতির নামে যে সকল বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, উক্ত মুদ্রিত স্মৃতি সংহিতাগুলিতে তাহার অধিকাংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণে যদি কোন পণ্ডিত সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে শূলপানি ও রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন ও নব্য সংগ্রহকারদিগের গ্রন্থ হইতে বচন সকল সংকলন করিয়া প্রাচীন সংহিতা গুলি যত দূর সাধ্য পূর্ণ করিতে পারেন, তিনি অনেকের ধন্য বাদের পাত্র হইয়া থাকিবেন।

সূত্র ও সংহিতা ভিন্ন গদ্যে পদ্যে রচিত রাশি রাশি ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়েরই সাধারণ নাম স্মৃতি। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্রের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে হিন্দুজাতির যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক, স্মৃতি শাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায়ই অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় পুরাণ। বেদ সংহিতার মধ্যে এমন সকল ঋক্ আছে যে, তাহাতে হরিশ্চন্দ্র অম্বরীষ প্রভৃতি রাজা ও মনু অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের নাম ও তাঁহাদের চরিতঘটিত উপাখ্যানের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে সেই সকল ঋক্ অবলম্বন করিয়া সেই সেই রাজা ও ঋষিগণের উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত হইয়াছে। আবার এই সকল বৈদিক উপাখ্যান নানাবিধ শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়াই পুরাণ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাণ শব্দের অর্থ দ্বারা ইহাই বোধ হয় যে, পুরাতন বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য। পুরাণবেত্তারা বলেন যে, সেই সকল বর্ণনা পরম্পরাক্রমে ষট্সম্বাদী না হইলে তাহাকে পুরাণ বলা যায় না। মনে কর, প্রথম ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের নিকট তৃতীয়, তৃতীয়ের নিকট চতুর্থ, চতুর্থের নিকট পঞ্চম ও তাঁহার নিকট ষষ্ঠ ব্যক্তি শ্রবণ করিতেছে; এই রূপে ষট্সম্বাদী হইলেই পুরাণ বলা যাইবে। ইহাই পুরাণের সামান্য লক্ষণ। অমরকোষ অভিধানে পুরাণের আর একটি নাম "পঞ্চলক্ষণ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাগবত অনুসারে সেই পাঁচ লক্ষণ এই; সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত; এই পাঁচটি বিষয় যাহাতে আছে, তাহার নাম পুরাণ। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পুরাণ, উপপুরাণ ও মহাপুরাণ এই তিন প্রকার পুরাণের নামোল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণ মতে "নারায়ণ স্বয়ং লোকদিগের নিস্তারের জন্য ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পুরাণ সকল প্রচারিত করেন[৪]। সু-

৪। নিস্তারায় তু লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ। ব্যাসরূপেণ কৃতবান্ পুরাণানি মহীতলে।

তরাং সমুদায় পুরাণই বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পুরাণ সকল প্রচলিত হওয়ার পর হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত রূপান্তরিত হয়। পূর্ব্বে অবতার পূজার কোন প্রসঙ্গ ছিল না; তাহা পুরাণ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে শূদ্রদিগের অবস্থা অতি সামান্য ছিল। পুরাণ দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহাদের উৎকর্ষ সাধন হয়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক্ষণে যে সকল ব্রতোপবাসাদি প্রচলিত আছে, বেদ বা স্মৃতির মধ্যে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই, পুরাণ সকলই তাহার মূল। পুরাণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল;—বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান একে আয়াস সাধ্য ছিল; তাহাতে আবার সাধারণের অধিকারও ছিল না; বিশেষতঃ কালক্রমে বৌদ্ধদিগের অপেক্ষাকৃত যুক্তি-প্রধান উপদেশ সকল সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা নানাবিধ দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে আপনাদের মত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ লোকের সামান্য বুদ্ধিতে দর্শন শাস্ত্রের জটিল মত সকল প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকেই গমন করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধের মাহাত্ম্য সাধারণের নিকটে এমন সমাদৃত হইয়াছিল যে, তাহাদের নিকট বুদ্ধের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে কেহ সাহস করিতেন না। কিন্তু পুরাণ সকল এমনি কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, তাহার প্রচার অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গতি রোধ করে। বুদ্ধের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি- লোকের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার নিমিত্ত এই রূপ বর্ণিত হইতে লাগিল যে, "পূর্ব্বকালের অসুরগণ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং বেদোক্ত ধর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে; কিন্তু পৃথিবী তাহাদিগের ভারে অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছেন, অতএব তাহাদিগের বিনাশ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু পাপ না থাকিলে কাহারও বিনাশ হইতে পারে না; এই জন্য নারায়ণ স্বয়ং বুদ্ধ অবতার হইয়া বেদ নিন্দা দ্বারা তাহাদিগের মোহ উৎপাদন করেন এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীও পরিব্রাজিকা হইয়া অসুরদিগের কন্যাগণকে বুদ্ধি ভ্রষ্ট করেন[৫]; এই রূপে তাহারা পাপাক্রান্ত হইয়া উৎসন্ন যাইবে।" অতঃপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি উক্ত রূপ বিদ্বেষ ভাবই সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বৈদিক উপাখ্যানই পুরাণের মূল, তথাপি তাহাতে ইতিহাসের উপযোগী অনেক বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থ তন্ত্র। পুরাণের সময়ে ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্ম যতই মিশ্রিত হউক, তথাপি বেদ বা স্মৃতির বিরোধী হইলে পৌরাণিক মত উপেক্ষিত এবং বৈদিক মত হইতে যতই পৃথক্ হউক, তথাপি বেদের অনুগত বলিয়াই উহা সমাদৃত হইত। কিন্তু তন্ত্র সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই প্রচারিত হয়। তন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "সত্য যুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ, ত্রেতা যুগের স্মৃতি ও ভারত, দ্বাপর যুগের পুরাণ এবং কলি যুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র তন্ত্র[৬]।" "সুধী ব্যক্তি কলিতে আগমোক্ত বিধানে দেবগণের যাগ করিবেক; অন্য বিধান অনুসারে করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না[৭]।"

---

৫। স্ত্রী লোকেরাও চিরকুমারী থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিত।

৬। তথাচ যামলে। কৃতে শ্রুত্যুক্ত মার্গেণ ত্রেতায়াং স্মৃতিভারতে। দ্বাপরেতু পুরাণানি কলাবাগমসম্ভবাঃ। তন্ত্রসার।

৭। তারাপ্রদীপে। আগমোক্ত বিধানেন কলৌ

তন্ত্র যে, সকল শাস্ত্রের শেষে প্রকাশিত হয়, স্বয়ং তন্ত্রই তাহা স্বীকার করিতেছে। সমুদায় তন্ত্রই মহাদেব দ্বারা কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তান্ত্রিকেরা তন্ত্র শব্দের এই অর্থ করেন যে, যাহাতে শিব বাক্যের তনন অর্থাৎ বিস্তার আছে, তাহার নাম তন্ত্র। সমুদায় তন্ত্র তিন ভাগে প্রসিদ্ধ; আগম, যামল ও তন্ত্র; কোন কোন গ্রন্থে আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই চারিটি নাম ও যোগডামর শিবডামর দুর্গাডামর প্রভৃতি—কএক খানি গ্রন্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই সকলের আবার অনেক অবান্তর বিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি উপতন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্র ও উপতন্ত্র সমুদায়ের সংখ্যা যে কত হইবে,তাহা তন্ত্র স্বয়ংই গণনা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। বারাহীতন্ত্রে কতকগুলি উপতন্ত্রের নাম উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে। "এ স্থলে মহাত্মা ধার্ম্মিকগণ সমুদায় তন্ত্রের সংখ্যা করেন নাই, যে সকল তন্ত্র সার হইতেও সারতর,তাহাই সংখ্যা করা হইল জানিবে [৮]।" এই বারাহী তন্ত্রে আগম যামল প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ সকলও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রের প্রকৃতি কিয়দংশে বেদের ন্যায়, কিয়দংশে স্মৃতির ন্যায়, কিয়দংশে পুরাণের ন্যায় এবং কিয়দংশে সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে বেদের ন্যায় মন্ত্র ও যাগ যজ্ঞাদি এবং উপনিষদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশও আছে। স্মৃতির ন্যায় নানাবিধ ব্যবস্থা, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, বর্ণভেদ জাতিভেদ প্রভৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে, এবং পুরাণের ন্যায় সৃষ্টি ও মহাপ্রলয়ের বৃত্তান্ত প্রভৃতি পুরাবৃত্ত সকল বর্ণিত হইয়াছে।

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ চিরকালই আছে। বেদের সময় সেই সম্বন্ধ পিতাপুত্রের ন্যায় অতি সুচারু,সহজ ও নৈসর্গিক অবস্থায় ছিল, তন্ত্রে তাহা এক বারে রূপান্তরিত হইয়াছে। "অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা তোমার সম্মুখে।" "যে ব্যক্তি আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতাকে অগ্রাহ্য করে।" "যে ব্যক্তি পিতামাতা অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রেম না করে, সে আমার যোগ্য নহে।" "পৃথিবীতেও মনুষ্যপুত্র পাপ ক্ষমা করিতে পারেন, ইহা তোমরা জান," খৃষ্টের এই বাক্যগুলিতে মনে যে রূপ ভাবের উদয় হয়, "যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া ভাবে, সে নরক গমন করিবেক [৯]।" "পিতা অপেক্ষাও গুরুকে অধিক করিয়া মানিবে [১০]।" "দেবতা রুষ্ট হইলে গুরু পরিত্রাণ করেন, গুরু রুষ্ট হইলে কেহ পরিত্রাতা নাই [১১]।" "গুরু নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সে ঘোর নরকে গমন করে, এবং সেই পূজা বিফলা হয় [১২]।" তন্ত্রের এই বাক্য গুলি পাঠ করিলেও সেই ভাবের উদয় হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এই সকল অপকৃষ্ট অংশ গুলিই স্বকৃত তন্ত্রসার গ্রন্থে সংগৃহীত করিয়াছেন; সুতরাং সাধারণ লোকে ইহাই বাস্তবিক তন্ত্রের সার অংশ বলিয়া অবধারণ করিয়া আছে। যদি এই রূপ মনুষ্য পূজা ও গুরুদত্ত মন্ত্রের

---

দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কল্পোচানা বিধানতঃ।

৮। ন সংখ্যাতানি তান্যত্র ধর্ম্মবদ্ভির্ম্মহাত্মভিঃ। সারাৎ সারতরাণ্যেব সংখ্যাতানি নিবোধত॥

৯। কুলার্ণবে। গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিন্তু—— কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।

১০। শ্রীক্রমে।——মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুং।

১১। কুলার্ণবে। দেবে রুষ্টে গুরু স্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

১২। কুলার্ণবে। গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্য দেবতাঃ। প্রযাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ।

সাধনা ব্যতিরেকে তন্ত্রে আর কিছু না থাকে, তাহা হইলে তন্ত্র অপেক্ষা অপকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র আর কিছুই নাই। বস্তুত তন্ত্র সে রূপ অপকৃষ্ট নহে। সমুদয় হিন্দুধর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য,তন্ত্রেরও সেই উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র পরব্রহ্মের আরাধনাই যে সার ধর্ম্ম, তন্ত্রে তাহার সুস্পষ্ট উপদেশ আছে। যে তন্ত্রে গুরুর এমন ভয়ানক দাবি, সেই তন্ত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—"বর্ণাতীত বিকারশূন্য পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে মন্ত্র ও মন্ত্রের অধিপতি দেবতারা দাসত্ব প্রাপ্ত হন।" "পরব্রহ্মকে জানিলে সমুদায় বিধি অনাবশ্যক হয়, মলয় বায়ু পাইলে তাল বৃন্তে কি প্রয়োজন[১৩]।" দুঃখের বিষয় এই—পূর্ব্ব পুরুষগণের পুস্তক গুলির প্রতি চক্ষু উন্মীলন করিতেও হিন্দুজাতির ক্লেশ বোধ হয়।

উপরে যে চারি প্রকার শাস্ত্রের কথা উল্লিখিত হইল, হিন্দুদিগের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার কোনটি না কোনটির অন্তর্গত হইবে। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া আছে, এ স্থলে তাহার বিষয় পৃথক্ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে,সাধারণ লোকের সুবিধার নিমিত্ত বেদ স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র হইতে আবশ্যক প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিয়া সংগ্রহকারেরা এই রূপ ভূরি ভূরি সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহা দ্বারা স্বল্পায়াসেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা দানে পণ্ডিত হওয়া যায়। এবং যে অবধি সেই সকল সংগ্রহ মাত্র এ দেশীয়দিগের পাঠ্য পুস্তকের সীমা হইয়াছে, সেই অবধি মূল গ্রন্থের অন্তর্ধান আরম্ভ হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্র সকল ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় না,কিন্তু এ প্রস্তাবে তৎসমুদায়েরও স্থূল বৃত্তান্তের উল্লেখ নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। যেমন বেদের কর্ম্ম কাণ্ড হইতে কল্প সূত্র সংকলিত হয়, সেই রূপ বেদের জ্ঞান কাণ্ডই দর্শনসূত্র সকলের মূল। মাধবাচার্য্য সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থে বেদান্ত দর্শন ভিন্ন পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের মত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; বেদান্ত দর্শনে তাঁহার আত্যন্তিক ভক্তি থাকাতে তিনি তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহার মধ্যে আনয়ন করেন নাই। তাহা লইয়া ষোড়শ প্রকার দর্শন-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদি তাহার মধ্য হইতে চার্ব্বাক দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেও আমাদিগের চতুর্দ্দশটি দর্শন-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওযা যায়। ইহার মধ্যে মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়,পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও সাংখ্য এই ষড় দর্শনই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ দর্শন বৌদ্ধদিগের যুক্তিমূলক মত হইতে ব্রাহ্মণদিগের বেদমূলক ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলকে রক্ষা করিয়া স্বস্ব বুদ্ধি অনুসারে সত্য সকল নিরূপণ করাই দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ, তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ, মুক্তি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ, বেদের পরস্পর বিরুদ্ধ স্থান সকলের সমন্বয়, ধর্ম্ম নির্ণয়, যোগসিদ্ধির উপায় ও ফলের আলোচনা, সামান্যতঃ এই সকলি দর্শন শাস্ত্রের বিষয়। বেদসংহিতা ও দর্শন শাস্ত্র এই উভয়ের একটিকে হিন্দুদিগের হৃদয়ের আর একটিকে বুদ্ধিনৈপুণ্যের প্রতিবিম্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

---

১৩। বিদিতেতু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ। পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে।

## চন্দন নগর নবম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক ২৫ ফাল্গুন।

প্রাতঃকালের উপাসনাতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় এই বক্তৃতা করেন—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতিমুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

"জীবাত্মা শরীর-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

কিসের জন্য রে আত্মন্! এত লালায়িত হইতেছ। কিসের জন্য সদাই চিন্তিত, সদাই ব্যগ্র। এত আয়োজন, এত আড়ম্বর কিসের জন্য। কতকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করিতে করিতেই কি জীবন অতিবাহিত করিবে, তোমার ক্রিয়াকলাপের কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কাহার পুত্র তুমি তাহার কিছু স্মরণ নাই। প্রবাসে আসিয়া স্বদেশ একে বারে ভুলিয়া গিয়াছ। কোথা তোমার গম্য স্থান তাহা একবারও মনে কর না। এমত প্রমাদে তুমি পতিত হইয়াছ। হায় কি পরিতাপ। মোহরূপ প্রবঞ্চকের মিথ্যা বচনে একেবারে নিজ মহত্ত্ব বিস্মৃত হইলে। এমত হত-জ্ঞান তুমি যে, স্বতঃসিদ্ধ সহজ সত্য হইতে ভ্রষ্ট রহিয়াছ। শিশু সন্তানের অঙ্গসৌষ্ঠব গঠন-কৌশল দেখিয়া কে না অনায়াসে বুঝিতে পারে যে সে কখনই আলোকশূন্য বায়ু-শূন্য কারাগার-স্বরূপ গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেই কেবল সৃষ্ট হয় নাই, সেই রূপ তোমার সুন্দর এবং মহৎ বৃত্তি থাকাতে, তোমাতে দেব ভাব নিহিত থাকাতে, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে এই তমসাবৃত প্রকৃত-আনন্দ-শূন্য সংসারে বদ্ধ থাকিবার জন্য তোমার আবির্ভাব হয় নাই। কেবল সংসার-বিচরণে সেই সকল সমুন্নত বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। যেমত মানব-শরীরে হস্ত-পদাদি সংযোগ করিয়া জগদীশ্বর তদুপযুক্ত কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ তোমাতে প্রীতি ভক্তি আশা আনন্দ ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহার চরিতার্থতা সাধনের উপযুক্ত পদার্থ অবশ্যই দিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ংই ঐ সকল বৃত্তির সম্যক্ চরিতার্থতার একমাত্র স্থল। যিনি নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র-স্বরূপ তিনি ভিন্ন আর তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ কে হইবে, যাঁহার পূর্ণ প্রেম ও অসীম করুণা তাঁহারই সহিত তোমার অভেদ্য আকর্ষণের সম্ভাবনা, যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার নিকট তোমার পূর্ণ আশা ও নির্ভর, যিনি নিত্য শান্ত ও আনন্দময় তাঁহার সহবাসে তোমার নির্ম্মল ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। এই মর্ত্ত্য লোকে যত কিছু সৃষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে তুমি তোমার পিতার প্রিয় ধন। তুমি সেই মহান্ পুরুষের সন্তান, ইহা যেন সদাই তোমার অন্তরে জাগরূক থাকে। এবং এই সত্য ধারণ করিয়া তাঁহাকে তোমার আদর্শ করিয়া ক্ষীণতা মলিনতা হইতে উত্তীর্ণ হও, এবং আপনার মহৎ ভাব রক্ষা কর। আনন্দই তোমার উদ্দেশ্য, আনন্দই তোমার জীবিকা, আনন্দই তোমার জীবন। তবে সেই মহান্ আনন্দের আকর ছাড়িয়া আর কোথায় আনন্দ অন্বেষণ করিবে।

তিনি যখন কোন একটী বৃত্তি তোমাকে নিরর্থক প্রদান করেন নাই এবং যখন তোমার উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনের স্থল নিজে হইয়া রহিয়াছেন—যেখানে কোন ব্যাঘাত বা নৈরাশ্যের সম্ভাবনা

নাই—তখন তৎসাধনে উপেক্ষা করিয়া ইহলোকের ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি অনুরাগের সহিত ধাবমান হওয়াই কি তোমার উচিত হইল?

জগদীশ্বর আমাদের ধর্ম্ম ও আত্মোন্নতি সাধনে নিত্য ও নির্ম্মল আনন্দ, সাংসারিক বিষয়ে ক্ষুদ্র অস্থায়ী এবং অতৃপ্তিকর সুখ এবং পাপক্রিয়াতে গ্লানি ও বিষাদ সংযোগ করিয়া এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিতেছেন, যে কোন্ বিষয় লাভ করা আমাদের জীবনের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য, কোন বিষয় আসক্তি-বিহীন হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং কোন্ বিষয়ই বা একে বারে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা মোহান্ধ হইয়া তাঁহার স্পষ্ট আদেশ অবহেলা করি এবং ক্ষুদ্র বিষয় অথবা মলিন ক্রিয়াতে রত থাকিয়া আমাদের মহান্ লক্ষ্য ভুলিয়া যাই।

যেমত আমাদের ইহ জীবনের অবস্থা বিশেষের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেই অবস্থার কিয়দংশ কাল অতিবাহিত করিলে তাহাতেই আমাদের জীবনের সমস্ত কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় না, অর্থাৎ যেমন শৈশব অথবা যৌবনাবস্থার কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলে ইহজীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এমত কখনই হইতে পারে না, সেই রূপ প্রশস্ত দৃষ্টি দ্বারা যদি অবলোকন করা যায় তাহা হইলে ইহাই স্থির সিদ্ধ হইবে যে, আমাদের ইহ জীবন কেবল অনন্ত জীবনের এক অবস্থা মাত্র, এবং অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য যে আত্মার প্রস্ফুরণ ও উন্নতি সাধন তাহা ইহ জীবন হইতে স্থির রাখিয়া পরকালের জন্য উপযুক্ত হইতে হইবে। বাল্যকালের ক্রীড়াতে সকলই এক সময় না এক সময় সুখানুভব করিতেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে যদি কেহ তাহাতে আবদ্ধ থাকিয়া কাল যাপন করিতে থাকেন, তবে তাঁহাকে যেমত কৃপাপাত্র মনে হয়, সেই রূপ সংসারের বিষয় কার্য্য করিতে করিতে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে আমাদের স্বভাবনিহিত মহত্ত্বের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমাদিগকে নিরানন্দ ভোগ করিতে হয়। যদিও আমাদের জীবনের সার কার্য্যে এই রূপ ঔদাস্য প্রদর্শন করাতে আমাদের হৃদয়ের শান্তিরস শুষ্ক হইতে থাকে, তথাপি আমরা বুঝি না যে, কেন আমাদের এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হয়। তথাপি সংসারের প্রলোভন বাক্যে আমাদিগকে নীয়মান হইতে দিই। আমরা তিক্ত ও মিষ্ট রস দ্বারা বস্তু বিশেষের সেব্যাসেব্যের বিষয় অনায়াসে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের এরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয় যে, আত্মার অতৃপ্তি ও তৃপ্তি দ্বারা বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় সুখাভিলাষে সংসারের প্রতি ধাবমান হই, কিন্তু যখন আমাদের অভিলষিত বস্তু হস্তগত হয়, তখন তদ্দ্বারা কি আমাদের তৃষ্ণার কিছু শান্তি হয়? কিছুই না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে আরও ব্যাকুল করে। সাংসারিক বিষয় লাভের পূর্ব্বে চিত্তে যে ব্যগ্রতা উদয় হয়, সংসার বিচরণে প্রমত্ত হইয়া যে আত্মবিস্মৃতি আইসে, তাহাতেই সংসারের সকল সুখ পর্য্যবসিত হয়। সেই চিত্তের ব্যগ্রতায় পরিণামে কোন সুখোদয় হয় না, সেই আত্মবিস্মৃতি কেবল আমাদিগকে পশুতুল্য করিয়া ফেলে। অতএব তাহা লইয়া উন্নতিশীল মানবাত্মা কি রূপে সুস্থির থাকিতে পারে। ইহার জন্য যাঁহারা পৃথিবীর সমুদায় প্রার্থনীয় বস্তু লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের গৃহ ধনরত্নে পরিপূর্ণ, যাঁহারা

মান সম্ভ্রম প্রভুত্বের উচ্চ শিখরে সদাই আ-রোহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা এই সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াও আপনাদের হৃদয়কে অপূর্ণ বোধ করেন। বিশেষতঃ সংসার যখন মৃত্যুর প্রতিরূপ, ইহার তাবৎ বস্তুই অনিত্য, এবং যখন মৃত্যুর প্রতি আমাদের স্বভাবতঃ এক প্রকার বিরাগ ভাব আছে, তখন সেই সকল অনিত্য বিষয়ে রত হইয়া আপনাদি-গকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করিলে তদ্দ্বারা আমাদের আত্মার কি রূপে শান্তি লাভ হইতে পারে। এই হেতু যখনই অমৃতের পরম সেতুস্বরূপ ঈশ্বরকে ভুলিয়া কালা-তিপাত করি, তখনই আমাদের আত্মা দীন ভাবে শোক করিতে থাকে, কিন্তু যদি আমাদের শুভ বুদ্ধির বলে ঈশ্বরের প্রসাদ রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয় হয়। এবং তাঁহাকে অন্তরে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আমাদের সকল সন্তাপ বিদূরিত হয়।

পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া যে তৃপ্তি সুখ পাওয়া যায় নাই তখন ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে তাহা অনুভূত হইতে থাকে, তখন অমৃতের আস্বাদ পাইয়া অনিত্য বস্তুতে আর অভিরুচি হয় না, এবং অন্তর হইতে ক্রমাগত এই বাক্য নিঃসৃত হইতে থাকে— "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব।

হে পরমাত্মন্! আমাদিগকে যে অভি-প্রায়ে এখানে প্রেরণ করিয়াছ তাহা সংসিদ্ধ করিবার জন্য আমদের যেন সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে। পবিত্রতা অর্জ্জন, আত্মার উন্নতি সাধন,তোমার আনন্দামৃত লাভ করিবার জন্য আমরা যে এমত উৎকৃষ্ট মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যেন সফল করিতে পারি। যে সংসারে থাকিয়া আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে সে অতি সংকট স্থল। অতএব হে কৃপাসিন্ধো! তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সম্মুখে বিরাজমান থাক, এবং আমাদিগকে এমত বল বিধান কর, যাহাতে সংসারের সমুদায় বিঘ্ন, সমুদায় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমাদের গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারি। তোমার উৎ-সাহকর আনন আমাদের সম্বন্ধে যেন সর্ব্বদা প্রকাশ থাকে, তাহা হইলে পাপ তাপ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তোমাকে ছাড়িয়া যেন মুহূর্ত্ত কালের জন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকি এমত শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর। আমরা তো জানিয়াছি যে তোমাকে ছাড়িয়া কার্য্য করিলে আমা-দিগকে কত বিষাদ কত নিরানন্দ ভোগ করিতে হয়, কত প্রকার ভয় আমাদিগকে আক্রমণ করে। যখনই তোমাকে ছাড়িয়া কার্য্য করিয়াছি, তখনই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়াছি। কিন্তু যখন তোমার দর্শন পাই, তখন চারি দিক আলোক ও আনন্দে পরি-পূর্ণ হয়। তোমাকে ছাড়িয়া সম্পদেও সুখ নাই, তোমাকে পাইয়া বিপদও অনায়াসে বহন করা যায়। তুমি স্পর্শমণি—তুমি এমনি আনন্দময়, প্রেমময়, ও মঙ্গলময় যে তোমার সহবাস এক বার লাভ করিতে পারিলে সকল দুঃখ সকল সন্তাপ একে বারে বিনাশ পায়, হৃদয় শান্ত ভাব ধারণ করিয়া শুদ্ধ পুলকে তোমার আনন্দরস পান করিতে থাকে। হে কৃপাময়! যাহাতে তোমাকে অন্তরে নিরন্তর বিরাজমান দেখিয়া আপ্তকাম হইতে পারি তুমি আমাদিগকে এমত উপ-যুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

---

## ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে মন সেই আদি-দেব ভুবন-
নাথ পরম পুরুষ পরমেশ্বর একায়নে।
ভক্তি যোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষ-সেতু
পাপ-দমনে।
পবিত্র-হৃদয়ে শোভন-সুরে গাও সতত সেই
জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে।

---

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

সত্য-রূপ, জ্ঞান-রূপ, অনাদি-অনন্ত-রূপ,
অমৃত-আনন্দ-রূপ, অদ্বিতীয় তুমি হে।
ভবাম্ভোধি-পার-হেতু, এক মাত্র তুমি সেতু,
অভয়-মঙ্গল-কেতু, শান্তি-রূপ তুমি হে।

---

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

পর্ব্বত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত-
বাজ।
দেব-দেব মহাদেব, কাল-কাল মহাকাল,
ধর্ম্মরাজ, শঙ্কর, শিবতর, হন পাপ॥

---

রাগিণী মিঞা মল্লার—তাল চৌতাল।

ভুবন আকুল না জেনে তাঁর নাম-রূপ-
আবাস, জীবন সঁপিতে বারণ না মানে।
নবীন জলদ সেই খেদে অশ্রু বারি করে
মোচন ভৈরব গরজনে, ভানু-শশাঙ্ক ফেরে
সন্ধানে।

---

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

উঠ, ওহে জাগো, না রহিও ঘোর নিদ্রাতে,
দীন-হীন-মলিনতা দুর কর, মৃত-দেহ-সমান
হে রবে কত।
সব যাত্রী গেল পার হইয়ে, দেখ চাহিয়ে,
আর বিলম্ব তো ভাল নয়,
উঠ, চল, কর ত্বরা, সেই শান্তি-গৃহ পাইবে।

---

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান।
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি জগত করে
রে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল জীব
সুখকারি, হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে
বলিতে কি পারি ?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অব-
সারি, হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জল-গর্ত্তে কি
আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা
সবে জিজ্ঞাসে, হে।
চেতন-নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন
অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুখ
লেশ, হে॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

ব্রহ্মন্, মোপরে সদয় হও হে, মোর সব দুখ
দুর কর।
শান্তি দাতা, শান্তি বারি বরিষিয়ে কর
শীতল, মোচন কর পাপ-ভার॥
মোপরে সদয় হও হে, মোর সব দুখ দুর
কর।

---

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

নমি বিভু তব চরণে।
কৃপা-নিধান, কৃপা-নিধান, ত্রিলোক-
তারণ, লজ্জা-নিবারণ, ভব-দুখ-নাশন নাম
ধরো হে।
জীবন-বল্লভ, দরশন-দুর্ল্লভ, তোমা তরে
আকুল প্রাণ আমার। রক্ষা কর হে করুণা-
সাগর, বিন্দু-কৃপা তব দেও আমারে॥

---

## কাপ্রিয়া সম্প্রদায়।

অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের যেমন আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তরে কিছুই জানা যায় না, কাপ্রিয়া সম্প্রদায়েরও সেই রূপ। ইহারা কহে যখন ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে রাজা রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সম্প্রদায় সেই সময়েরই। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে রামচন্দ্রই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহারা দেবী পার্ব্বতীর উপাসক। কোন ঘটনায় এই দেবী কায়াপুরী এই নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই নামেই এই সম্প্রদায়ের নাম কাপ্রিয়া হইয়া থাকিবে। ইহারা পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে মর দেশে বাস করে। তথায় কায়াপুরী দেবীর একটি প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি ও মঠ আছে। কচ্ছ দেশে এই দেবী আশাপুরা ও মাতা নামে প্রসিদ্ধ। লালা যশরাজ সর্ব্বাগ্রে এই মূর্ত্তি দেখিতে পান এবং তিনিই এই মূর্ত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত মঠ নির্ম্মাণ করেন। দেবীর প্রতিষ্ঠাতা লালা যশরাজের মৃত্যুর পর বহুদিবসাবধি এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানা যায় না।

রাও খানগারজির পিতা যখন রাজত্ব করেন, ঐ সময়ে এই সম্প্রদায়-ঘটিত দুই একটি কথা ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজা কচ্ছ দেশ শাসন করিতেন। এক সময়ে ইনি রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিপদে পড়িয়া আশাপুরা দেবীর নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করেন। ঘটনা ক্রমে তাঁহার সকল বিপদ নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি মর দেশে তীর্থ যাত্রা করিয়া মঠাধিপতিকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং দেবীর সেবার নিমিত্ত কএক খণ্ড গ্রাম উৎসর্গ করিয়া দেন। তদবধি এই মঠাধিপতির এমনই প্রভাব বৃদ্ধি হয় যে, কচ্ছ দেশের রাও সকল যদি মর দেশে অন্তত এক বার তীর্থ যাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরাপদে রাজ্য ভোগ করিতে পাইতেন না।

মঠাধিপতির এই রূপ সম্মান বহুদিবসাবধিই ছিল, কিন্তু ফতে মহম্মদ তাহা বিনষ্ট করেন। ফতে মহম্মদ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও গুরুর এই রূপ প্রভুত্বের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার কচ্ছ দেশ আক্রমণ কালে কাপ্রিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ অনিষ্ট হয়। তৎপরে গোলাম সাহ ইহাদিগের উপর বিলক্ষণ অত্যাচার করেন। তিনি ইহাদিগের ধর্ম্ম পুস্তক সকল এবং দেবীর অধিকৃত সমুদায় দ্রব্য লুঠ করিয়া সিন্ধু-দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ত্রিশ জন। ইহারা সকলেই এক প্রকার গৃহস্থ বটে কিন্তু কেহই বিবাহ করে না। ইহারা স্ত্রীলোকের সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই যাবতীয় গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যদি ঐ এক শত ত্রিশ সংখ্যা হইতে একটির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ইহারা হিন্দুজাতি হইতেই একটিকে নির্ব্বাচন করিয়া সেই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লয়। কিন্তু যে ইহাদিগের দল ভুক্ত হইবে, তাহার বয়স অন্তত আট বৎসর হওয়া আবশ্যক। যে দিবস কোন ব্যক্তি ইহাদিগের অন্তর্গত হয়, ইহারা সেই দিবসেই তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার মস্তকে সম্প্রদায়ের চিহ্নস্বরূপ বিশেষ প্রকার একটি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতে দেয়। তাহাকে এই রূপ বেশে সজ্জিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে আশাপুরা দেবীর নিকট লইয়া যায়। কুসুম্ভ রস[১] ইহাদিগের তৃপ্তিকর পানীয়। ঐ দিবসে উহারা ঐ রস পান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। যদি কোন একটি বালক ইহাদিগের দলভুক্ত হয়,

১। অহিফেন দ্বারা প্রস্তুত মাদক দ্রব্য বিশেষ।

তাহা হইলে তাহাকে বাল্যোচিত আর কোন বিষয়ই শিক্ষা করিতে হয় না। কেবল ভিক্ষা ও দেবীর একটি স্তুতিমালা শিখিলেই যথেষ্ট হয়।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মঠাধিপতি ব্যতিরেকে আর কেহই লিখিতে ও পাঠ করিতে পারে না। আহার নিদ্রাই ইহাদিগের দৈনিক কার্য্য। ইহাদিগের বাস ভূমির নিকট বণিক (কামদার) বাস করিয়া থাকে। ইহারা এই বনিকদিগের উপর কৃষিকার্য্য ও আয় ব্যয়ের ভারার্পণ করে। মঠাধিপতির অধিকৃত যে সমস্ত ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার আয় অনাথ দীন দরিদ্রদিগের পোষণার্থই ব্যয়িত হয়। ইহারা অতিশয় অতিথিপ্রিয়। যদি কেহ ইহাদিগের দ্বারে উপস্থিত হয়, সে যে জাতিই হউক না, ইহারা শ্রদ্ধা সহকারে তাহার আতিথ্য করিয়া থাকে। যদি কোন সম্ভ্রান্ত পর্য্যটক ও দর্শক তাহাদিগের নিকট গমন করে, তাহা হইলে বিন্দু পরিমাণ অহিফেন তাহার সেবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে প্রদান করা হয়। প্রতিদিন পশুপক্ষীদিগকে খাদ্যের কিয়দংশ বলি প্রদান করা ইহাদিগের নিত্য কার্য্য। ইহারা ম্লেচ্ছের ন্যায় যথেচ্ছ আহার করে না। অন্যান্য হিন্দুরা যেমন খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলে, ইহারাও সেই রূপ।

এই কাপ্রিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন উৎসব নাই কিন্তু গ্রামবাসী অন্যান্য হিন্দুদিগের উৎসব দিবসেই ইহারা উৎসব করিয়া থাকে। হিঙ্গুলা ইহাদিগের তীর্থস্থান। নিয়মানুসারে ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেককেই তথায় গমন করিতে হয়। কিন্তু ঐ তীর্থস্থানে এক দিবস ও এক রাত্রি ভিন্ন অধিক ক্ষণ কেহই থাকিতে পায় না। যদি কাহারও কার্য্যগতিতে কিছু মাত্র বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তাহার মনে একটি দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া উঠে যে আশাপুরা দেবী তাহাকে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিবেন। এই সম্প্রদায় মৃত দেহ ভস্মসাৎ করে না। কিন্তু রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ অগ্নিতে বিসর্জ্জন করে। মৃত্যুর অব্যবহিত দ্বাদশ দিবস ইহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার উৎসব ও পান ভোজন হইয়া থাকে। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্য পুত্রই রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন।

---

## ব্রাহ্ম-বিবাহ।

৬ ফাল্গুন শনিবার ঢাকা প্রদেশের মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে একটি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীমান্ রামপ্রসাদ সেন। নিবাস বিক্রমপুর। ইনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক। ইহাঁর বয়ঃক্রম অন্যূন ত্রিংশৎ বৎসর হইবে। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমন্ত শশী দেবী। ইনি ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায়ের প্রথমা কন্যা। ইহাঁর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। রামপ্রসাদ সেন ও কালীনারায়ণ রায় উভয়েই বৈদ্য জাতির মধ্যে প্রধান ও সম্ভ্রান্ত। "ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ" "যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন।" উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা উভয়েই নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ব্রাহ্মব্রত প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন; ঈশ্বর তাঁহাদিগের সাধু কামনা পরিপূর্ণ করিলেন। যাঁহারা তদ্গতচিত্তে তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গন্তব্য পথ ক্রমে ক্রমে অতি সহজ হইয়া আইসে। কালীনারায়ণ বাবু বিশেষ বিজ্ঞতা ও ভদ্রতা সহকারে এই শুভ বিবাহ সম্পাদন করাতে অতি

আনন্দের বিষয় হইয়াছে। পুরাতন আচার ব্যবহার যত দূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তিনি তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি ধর্ম্মের নিমিত্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; নতুবা অকারণে অথবা সামান্য কারণে অন্যের মনে দ্বেষ ভাব উদ্দীপন করা উচিত নয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম রক্ষা কালীনারায়ণ বাবুর যে রূপ উদ্দেশ্য, কেবল আড়ম্বর সে রূপ উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই অতি শান্ত ও সাধারণের প্রীতিকর ভাবে সেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মই যেখানে প্রধান, সেখানে সমাজ সংস্কার অতি স্নিগ্ধ ভাবে সম্পন্ন হয়। যেখানে বাস্তবিক ঈশ্বর-প্রেম আধিপত্য করে, সেখানে শান্তি ও কর্ম্ম সমভাবে বিরাজমান থাকে। কালীনারায়ণ বাবুর পত্নী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ সকলেই ব্রাহ্ম; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান সে পরিবারে অতি আনন্দের ব্যাপার। যে দিবস কন্যার গাত্রে হরিদ্রা প্রদান হয়, সে দিবস অন্তঃপুরিকাগণ সকলে মিলিয়া নিম্ন লিখিত প্রথম সংগীতটি এবং বিবাহ রাত্রিতে বাসর ঘর হইতে অবশিষ্ট গীত গুলি গান করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বিবাহের সময় স্ত্রীলোকেরা গান করিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সমস্ত গান প্রায়ই ভদ্র লোকের শ্রবণ যোগ্য নয় বলিয়া সেই প্রথা ভদ্র সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। সেই প্রথাটি বিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকুক এই উদ্দেশে দৃষ্টান্তের জন্য ভাটপাড়ার সংগীতগুলি এই স্থলে মুদ্রিত করা গেল।

চল চল পুরবাসিগণ!
মোরা সবে মিলি বিভুপদে করি মঙ্গলাচরণ।
যিনি মোদের পিতা মাতা, সকল মঙ্গল দাতা,
সে পদে এ কার্য্য আজি করি সমর্পণ।
যে পিতা দিল সন্ততি তাঁরে আগে করি স্তুতি,
পরে এই বিবাহের করি আয়োজন। ১।

—

মোরা এই নিবেদন হে দয়াময়! করি তব
পায়। নবীন দম্পতী রেখ চরণ-ছায়ায়।
যেমন করিলে মিলন প্রেমসূত্রে করি বন্ধন,
রেখ দোঁহে চির জীবন, তোমার আজ্ঞায়। ২।

—

তোমার কৃপায় পিতা তব পুত্র কন্যা আজি,
মিলন হইল নাথ! শুভ বিবাহ বন্ধনে।
এই দম্পতি হৃদয়ে চির প্রেম প্রকাশিয়ে,
মঙ্গল বিধান কর, স্নেহ আশীর্ব্বাদ দানে।
তোমার ধর্ম্ম পালনে, নব দম্পতির মনে,
উৎসাহ স্থাপন কর স্বর্গীয় বল বিধানে। ৩।

—

নিরাশ হইও না তাঁর আশায়।
ফিরে যেইও না রে, চেয়ে থাক তাঁর পানে
অবশ্য পাইবে তাঁয়।
* * * *
এমন কে আছে সংসারে যে জন চাহিয়া তাঁরে,
নিরাশ হয়েছে পরে? জিজ্ঞাস সবায়। ৪।

—

## সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ।

### সম্প্রদান——অর্চ্চনা।

১। স্ত্রী আচারের পর বর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্প্রদাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেক—

প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ অর্হনীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবদ্ য মে সা নঃ পযস্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং।

'য' যা ইয়ং 'অর্হণা' পূজাসম্পাদনী 'পুত্রবাসসা' পুত্রাশ্রয়গামিনী পুত্রপ্রসবিনী 'ধেনুঃ' 'সা' 'পয়স্বতী' 'নঃ' অস্মাকং মনোরথান্ 'দুহাম্' পূরয়তু 'উত্তরাং উত্তরাং সমাং' উত্তরোত্তরং অব্দং।

পূজার উপকরণস্বরূপ পুত্রপ্রসবিনী আমার যে ধেনু, সেই পয়স্বিনী উত্তরোত্তর বর্ষে বর্ষে আমাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করুন!

২। তৎপরে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিবেক।

ওঁ প্রজাপতি ঋষি বিরাড়্দেবতা উপবিশদর্হনীয় জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইদমহ মিমাং পদ্যাং বিরাজমন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি।

যজুরিদং। 'অহং' 'ইদং' আসনং 'ইমাং' 'পদ্যাং' পাদবল্লীং 'বিরাজং' বিরাজমানাং 'অন্নাদ্যায়' অন্নাদ্যার্থং 'অধিতিষ্ঠামি' আক্রমামি।

আমি এই আসন ও এই পদ্যাতে (পদ রাখিবার আসন বিশেষে) অধিষ্ঠান করি।

৩। সম্প্রদাতা উত্তান হস্তদ্বয়ে বিষ্টর লইয়া এই বলিয়া জামাতাকে অর্পণ করিবেক।

ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

বিষ্টর গ্রহণ কর।

জামাতা—

ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি।

বিষ্টর গ্রহণ করি।

এই বলিয়া বিষ্টর লইয়া, এই মন্ত্র বলিয়া আসনে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যোদেবতাঃ আসন দানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাস্তামহ্যমস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।

হে 'ওষধীঃ' ওষধ্যঃ 'যা' যূয়ং 'সোমরাজ্ঞী' সোমশ্চন্দ্রমাঃরাজা যাসাং তাদৃশ্যাঃ 'বহ্বীঃ' বহ্ব্যঃ বহুপ্রকারাঃ 'শতবিচক্ষণাঃ' শতমুখ্যঃ 'তাঃ' যূয়ং 'অচ্ছিদ্রাঃ' সত্যঃ মহ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছত' দত্ত।

হে ওষধিগণ! চন্দ্র তোমাদিগের রাজা, তোমরা বহু প্রকার ও শত মুখ বিশিষ্ট; তোমরা এই আসনে অচ্ছিদ্র হইয়া আমার সুখপ্রদ হও।

৪। সম্প্রদাতা পূর্ব্ব প্রকারে পুনর্ব্বার অন্য বিষ্টর প্রদান করিলে জামাতা পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দুই পদতলে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদযোরধস্তাৎ দানে বিনিযোগঃ।

ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবী মনু তা মহ্যমস্মিন্ পাদযোরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।

'পৃথিবীমনু': পৃথিব্যাং 'বিষ্ঠিতাঃ' বিশেষেণ স্থিতাঃ 'অস্মিন' বিষ্টরে 'পাদযোঃ' অধস্তাৎ নিহিতে সতি। শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে ওষধিগণ! চন্দ্র তোমাদিগের রাজা, তোমরা পৃথিবীতে বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত ছিলে; এই বিষ্টর আমার পদতলে নিহিত হইলে তোমরা অচ্ছিদ্র হইয়া আমার সুখপ্রদ হও।

৫। তৎপরে সম্প্রদাতা জলপাত্র লইয়া

ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

পাদ্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া জামাতাকে পাদ্য প্রদান করিবেক।

জামাতা

ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

পাদ্য গ্রহণ করি।

এই বলিয়া তাহা লইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া দর্শন করিবেন—

প্রজাপতি ঋষি র্ব্বিরাট্‌ছন্দঃ আপোদেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদক বীক্ষণে বিনিযোগঃ।

ওঁ যতো দেবী প্রতি পশ্যাম্যাপ স্তত্তোমা ঋদ্ধি রাগচ্ছতু।

'যতঃ' কারণাৎ 'দেবী' দেবীঃ দ্যুতিমতীঃ 'আপঃ' প্রতিপশ্যামি 'তত' 'ঋদ্ধি' 'মা' মাং আগচ্ছতু।

যে হেতু আমি দ্যুতিমৎ জল দর্শন করিতেছি, অতএব সমৃদ্ধি আমার নিকটে আগমন করুক।

তৎপরে সেই জল পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার বাম পদে প্রদান করিবে।

প্রজাপতি ঋষি র্ব্বিরাড্ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রী র্দেবতা সব্য পাদ প্রক্ষালনে বিনিযোগঃ।

ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজে অস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিযমাদধামি।

'সব্যং' 'পাদং' 'অবনেনিজে' প্রক্ষালয়ামি 'অস্মিন্ 'রাষ্ট্রে' 'শ্রিযং' 'আদধামি' অর্পযামি।

আমি বাম পাদ প্রক্ষালন করিতেছি এবং এই রাজ্যে শ্রী অর্পণ করিতেছি।

তৎপরে অপর অঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ পদে প্রদান করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্বিরাড় গাযত্রীচ্ছন্দঃ শ্রী র্দ্দেবতা দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালনে বিনিযোগঃ।

ওঁ দক্ষিণং পাদ মবনেনিজে অস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশযামি।

আমি দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতেছি এবং এই দেশে শ্রীকে স্থিরীকৃত করিতেছি।

পুনর্ব্বার উদকাঞ্জলি লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় পদ প্রক্ষালন করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ শ্রীর্দ্দেবতা উভয় পাদ প্রক্ষালনে বিনিযোগঃ।

ওঁ পূর্ব্বমন্য মপরমন্য মুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভযস্যাবরুদ্ধ্যৈ।

যজুরিদং। 'পূর্ব্বমন্যং' সব্যং 'অপরমন্যং' দক্ষিণং 'উভৌ পাদৌ অবনেনিজে' 'রাষ্ট্রস্য' 'ঋদ্ধ্যৈ' 'অভযস্য' 'অবরুদ্ধ্যৈ' পরিগ্রহায।

রাজ্যের উন্নতি ও অভয় লাভের নিমিত্ত উভয় পদ প্রক্ষালন করিতেছি।

৬। তৎপরে সম্প্রদাতা শঙ্খাদি পাত্রে আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বাদি দ্বারা সজ্জিত অর্ঘ্য লইয়া

ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

অর্ঘ্য গ্রহণ কর

এই বলিয়া জামাতাকে দিবেক। জামাতা

ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করি

এই বলিয়া তাহা লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার মস্তকে দিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং।

যজুরিদং। 'অন্নস্য' 'রাষ্ট্রিঃ' দীপ্তিঃ 'অসি' ত্বং 'তে' তব প্রসাদাৎ 'রাষ্ট্রিঃ' 'ভূযাসং'।

তুমি অন্নের দীপ্তি স্বরূপ, আমি যেন তোমার প্রসাদে দীপ্তিস্বরূপ হই।

৭। তৎপরে সম্প্রদাতা পুনর্ব্বার জলপাত্র লইয়া

ওঁ আচমনীয়ং আচমনীয়ং আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।

আচমনীয় গ্রহণ কর

এই বলিয়া জামাতাকে দিবেক। জামাতা

ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি।

আচমনীয় গ্রহণ করি

এই বলিয়া তাহা লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তর মুখ হইয়া আচমন করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যশোসি যশোময়ি ধেহি।

যজুরিদং। হে আচমনীয় 'যশঃ' কীর্ত্তিরূপং 'অসি' 'ময়ি যশঃ ধেহি।'

হে আচমনীয়! তুমি যশঃস্বরূপ, আমাকে যশস্বী কর।

৮। তৎপরে সম্প্রদাতা কাংস্যপাত্রে ঘৃত দধি মধু যুক্ত মধুপর্ক লইয়া

ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

মধুপর্ক গ্রহণ কর

এই বলিয়া জামাতাকে দিবেক। জামাতা

ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি।

মধুপর্ক গ্রহণ করি

এই বলিয়া মধুপর্ক লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতলে রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্মধুপর্কো দেবতা অর্হনীয় মধুপর্ক প্রাশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যশসো যশোসি।

যজুরিদং হে মধুপর্ক 'যশোসিঃ' অতঃ ত্বদ্যোগাৎ অহমপি যশসঃ যশস্বী জাতঃ।

হে মধুপর্ক! তুমি যশঃ স্বরূপ, আমিও তোমার সংসর্গে যশস্বী হইলাম।

অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বারত্রয় ও বিনা মন্ত্রে এক বার সেই মধুপর্ক ভক্ষণ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্মধুপর্কো দেবতা মধুপর্ক প্রাশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যশসো ভক্ষ্যোসি ওঁ মহসো ভক্ষ্যোসি ওঁ শ্রীর্ভক্ষ্যোসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি।

যজুরিদং। হে মধুপর্ক ত্বম্ 'যশসঃ' যশসে 'ভক্ষ্যোসি' যশস্বিনাং তথা মহস্বিনাং 'মহসঃ' মহসে 'ভক্ষ্যোসি' তথা শ্রীমতাং 'শ্রীঃ' শ্রিয়ৈ ভক্ষ্যোসি অত 'ময়ি' 'শ্রিয়ং' 'ধেহি।'

হে মধুপর্ক! তুমি যশের জন্য ভক্ষণীয়, তেজের জন্য ভক্ষণীয় এবং শ্রীর জন্য ভক্ষণীয়; আমাকে শ্রীমান্ কর।

---

## ব্রাহ্মগণের প্রতি।

বর্ষ শেষের ও নব বর্ষের ব্রহ্মোপাসনাতে সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সকলকে বিশেষরূপে অবগত করা যাইতেছে—

বর্ষের শেষ দিবস সন্ধ্যা ৮ টার সময় যে ব্রহ্মোপাসনা হইত, এবার ৭॥ টার সময় তাহা আরম্ভ হইবে।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য বৎসরে ১ বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পর হইত, এ বৎসর তাহার সময় পরিবর্ত্তিত হইল। এ বার সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ৫ টার সময় নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ হইবে। অতএব ব্রাহ্মগণকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাত্রি শেষে ৫ টার পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিতে হইবে। সাধারণের সুবিধার জন্য রাত্রি ৪ টা বাজিলে সমাজ-গৃহের আলোক সকল প্রজ্বলিত করা যাইবে।

উষা কাল অতি রমণীয় ও প্রশান্ত, তাহা যেমন দিবসের আরম্ভ, সেই রূপ সে দিবস বর্ষের প্রথম ভাগ; আগামী বর্ষের নূতন চিন্তাতে চিত্ত আকুল হইবার পূর্ব্বে চিন্তারও প্রথম ভাগ ঈশ্বরের সমাধানে উৎসর্গ করা উষা কালের উপাসনার বিশেষ উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মগণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া নব বর্ষে পদ নিক্ষেপ করিবেন, এই জন্য সবিশেষ অনুরোধের সহিত তাঁহাদিগকে আহ্বান করা যাইতেছে।

## আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

### ১৭৯০ শকের ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .. | ১১৫।০ | |
| পুস্তকালয় .. .. | ৬॥/ | ৫ |
| যন্ত্রালয় .. .. | ১৪৩ | |
| ডাক মাসুল .... | ৮।৶ | ১০ |
| দান .. .. | ৭৬ | (৫ |
| গচ্ছিত .... | ৭১ | ১০ |
| | ৩৫৬॥ | ১০ |

ব্যয়

| | | |
|---|---|---|
| মাসিক বেতন | ৬৯ | |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ৯২৸/ | ০ |
| পুস্তকালয় .. | ৭৪ | |
| যন্ত্রালয় .... | ১০২৸৵ | ১০ |
| ডাক মাসুল .. | ২৬॥৶ | ০ |
| অনিরূপিত .. | ৪৩ ৶ | ৫ |
| আলোকের ব্যয় .. .. | ২৪॥/ | ১০ |
| সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন .. | ১৯।৶ | ১০ |
| কাগজ পত্রাদি .. .. | ৯ | |
| গচ্ছিত .. | ৩৬॥ | ৫ |
| | ৪৯৮/ | ০ |

| | | |
|---|---|---|
| আয় .. .. | ৩৫৬॥ | ১০ |
| পূর্ব্বকার স্থিত .. | ২৭৯৸ | ১০ |
| | ৬৩৬।/ | ০ |
| ব্যয় .... .... | ৪৯৮/ | ০ |
| স্থিত .. ... | ১৩৮। | ০ |

### ১৭৯০ শকের ফাল্গুন মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র .. ... | ৫ |
| " জয়গোপাল সেন .. .. | ৫ |
| " যদুনাথ মুখোপাধ্যায় .. .. | ৫ |
| " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় .. | ২ |
| শ্রীযুক্ত মথুরামোহন সুর .. .. | ২ |
| " বৈকুণ্ঠনাথ সেন .. .. | ২ |
| " প্রসন্নকুমার বিশ্বাস .. | ১ |
| " যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় .. | ১ |
| | ২৩ |

শুভকর্ম্মের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) | ৫ |
| " যদুনাথ মুখোপাধ্যায় .. .. | ৫ |
| " রামপ্রসাদ সেন .. .. | ১০ |
| | ২০ |
| দানাধারে দান প্রাপ্ত .. | ১৸৶৫ |
| | ৪৪৸৶৫ |

| | |
|---|---|
| আয় .. | ৪৪৸৶৫ |
| পূর্ব্বকার স্থিত . | ৪১৭১/৫ |
| স্থিত .. .. | ৪৬২। ১০ |

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

## বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।